বিশেষ সংখ্যা

বাইবেল দিবস

প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৪৫ ◆ ৬ - ১২ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

## স্বাগতম-অভিনন্দন

আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ, ওএমআই

## ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা

অবসরপ্রাপ্ত আর্চবিশপ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ৪৫
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রকাশনার গৌরবময় ৮০ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

## ফটো এ্যালবাম – আর্চবিশপীয় অধিষ্ঠান অনুষ্ঠান

অধিষ্ঠান অনুষ্ঠানে খ্রিষ্টযাগে শোভাযাত্রার প্রস্তুতি

ক্যাথিড্রালের বদ্ধ প্রবেশদ্বার

খ্রিষ্টযাগের শোভাযাত্রা

অনুজ্ঞাপত্র প্রদর্শন করছেন ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া

ক্যাথেড্রায় অধিষ্ঠিত আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ, ওএমআই

পালকীয় যষ্ঠি হস্তান্তর

পোপের প্রতিনিধি আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী পাল্লীউম পরিয়ে দিচ্ছেন আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজকে

নতুন আর্চবিশপের কাছে আনুগত্য প্রকাশ ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন

সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত বিশপ পল পনেন কুবি, টমাস রোজারিও, ফাদার জয়ন্ত এস. গমেজ, ব্রাদার সুবল এল. রোজারিও সিএসসি, লিওর সরকার ও আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী

সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীগণ

নতুন আর্চবিশপকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

জারিগানে রমনা সেমিনারীর সেমিনারীয়ানগণ

মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, পুণ্যপিতা পোপের প্রতিনিধিসহ বাংলাদেশের কাথলিক বিশপগণ

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ৪৫
৬ - ১২ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
২২ - ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

**সম্পাদক**

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

**সম্পাদকীয় বোর্ড**

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

**সহযোগিতায়**

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

**প্রচ্ছদ পরিকল্পনা**

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

**প্রচ্ছদ ছবি**

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

**সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন**

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

**বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স**

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

**মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং**

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

**চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক**

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.org

*সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত*

সম্পাদকীয়

# অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতায় আর্চবিশপীয় অধিষ্ঠান ও ধন্যবাদ অনুষ্ঠান ঐশবাণীর আলোতে জীবন ভরে উঠুক

করোনাভাইরাসের বাস্তবতায় সীমিত মানুষের সমাবেশে আর্চবিশপীয় অধিষ্ঠান ও কৃতজ্ঞতা অনুষ্ঠান ২৭ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দে সুন্দরভাবেই সম্পন্ন হলো সেন্ট মেরীস্ ক্যাথিড্রাল রমনা, ঢাকাতে। আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই পঞ্চম বাঙালি আর্চবিশপ হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। একই সাথে আর্চবিশপের দায়িত্ব থেকে অবসরপ্রাপ্ত আর্চবিশপ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসিকে কৃতজ্ঞতাভরে ধন্যবাদ জানানো হয়। সুদীর্ঘ ৩০ বছর বিশপীয় দায়িত্ব পালন এবং তার মধ্যে ১০ বছর ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের প্রধান ও বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর প্রধান হিসেবে দক্ষতা ও বিজ্ঞতার সাথে মণ্ডলীকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। দেশে-বিদেশে বাংলাদেশ মণ্ডলীর কথা তুলে ধরেছেন। বর্তমানে আর্চবিশপ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি সিবিসিবি সেন্টারে অবসরকালীন ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। আর্চবিশপের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেলেও তিনি কার্ডিনালের সেবাদায়িত্ব পালন করে যাবেন। আর্চবিশপ রোজারিও বাংলাদেশের ৮টি ধর্মপ্রদেশের ৪টিতে বিশপ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। রাজশাহীর প্রথম বিশপ হিসেবে সে ধর্মপ্রদেশকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর কাজটা তিনিই শুরু করেছিলেন। তিনি যখন চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের বিশপ, তখন বরিশাল-চট্টগ্রামের সাথে ছিলেন। দূরদর্শি চিন্তা, সঠিক পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নে যথাযথ দিকনির্দেশনা আর্চবিশপ প্যাট্রিকের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তিনি তার অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা ও জীবনাদর্শ দিয়ে অবসরকালীন বাংলাদেশ মণ্ডলীকে সেবা দিয়ে যাবেন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করি।

আর্চবিশপ বিজয়ও ইতোমধ্যে দুটি ধর্মপ্রদেশ পরিচালনার অভিজ্ঞতা নিয়ে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। খুলনা ধর্মপ্রদেশের বিশপ হবার আগে তিনি অবলেট জুনিওরেট ও স্কলাস্টিকেটের পরিচালক, পবিত্র আত্মার উচ্চ সেমিনারীর অধ্যাপক, বাংলাদেশ অবলেট ডেলিগেশন সুপিরিয়রের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলো সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছেন। খুলনার অভিজ্ঞতা নিয়ে নতুন ধর্মপ্রদেশ সিলেটকে গড়ার কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন। ঈশ্বরের পরিকল্পনায় সিলেট ছেড়ে সিলেটের মাতৃধর্মপ্রদেশ ঢাকার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হলো তাকে। বিশ্বাসীভক্তের বিশ্বাস ঈশ্বর আর্চবিশপ বিজয়কে ধাপে-ধাপে প্রস্তুত করেছেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশকে মিলনসমাজে পরিণত করতে। আর্চবিশপীয় অধিষ্ঠানের দিনে পবিত্র আত্মা আর্চবিশপ বিজয়ের কণ্ঠে সেই ঐক্যের আহ্বান রেখেছেন।

ঐক্য এবং মিলন আনয়নে ঐশবাণী আমাদেরকে আলোকিত করতে পারে। ঐশবাণী আমাদের চলার পথ প্রদর্শক হোক। তাই আর্চবিশপ বিজয়কে প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্রে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ঐশবাণী ধ্যানের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে বলেন, "শ্রদ্ধেয় ভ্রাত, দৈনিক 'ঐশবাণী ধ্যান' হোক আপনার জন্য প্রীতিকর পুষ্টি।" সেই একই আহ্বান আমাদের সকলের জন্য রাখে মাতামণ্ডলী। আগমনকালের দ্বিতীয় রবিবারে বাইবেল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এ বছর তা পালিত হবে ৬ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ। এ বছরের বাইবেল দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো 'তোমার বাণী গেঁথেছি আমার হৃদয়ে'। আমরা নিজেদের বাণী বা কথা নিয়ে চালাচালি না করে যদি ঈশ্বরের বাণী ধ্যান করি ও সে বাণী অনুযায়ী কথা বলি তাহলে আমাদের মধ্যকার অনেক মন্দতা দূর হবে। নবায়িত মানুষ হতে আসুন ঐশবাণী বা যিশুর বাণীকে আমরা আমাদের হৃদয়ে স্থান দেই। ঢাকার নতুন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজের জন্য সুস্বাস্থ্য ও ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি যাচনা করি। এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে আর্চবিশপীয় অধিষ্ঠান ও ধন্যবাদ অনুষ্ঠানের প্রকাশনা কমিটি এবং সিবিসিবির বাইবেল কমিশন সহায়তা করায় তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের সকলের জীবন ঐশবাণীর আলোতে আলোকিত হয়ে উঠুক॥ ✝

মঙ্গলবাণী

**"আমি তোমাদের জলে দীক্ষাস্নাত করলাম, তিনি কিন্তু পবিত্র আত্মায়ই তোমাদের দীক্ষাস্নাত করবেন।" - মার্ক ১:৮**

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

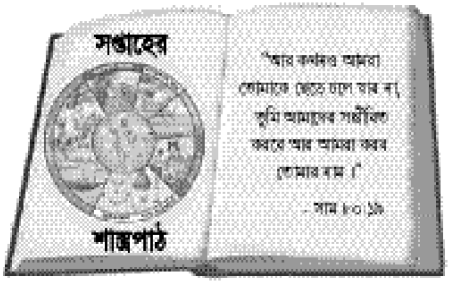


## কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৬-১২ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

**৬ ডিসেম্বর, রবিবার**
ইসাইয়া ৪০: ১-৫, ৯-১১, সাম ৮৫: ৯কখ, ১০-১২, ১৩-১৪, ২ পিতর, ৩: ৮-১৪, মার্ক ১: ১-৮
**বাইবেল দিবস**

**৭ ডিসেম্বর, সোমবার**
**সাধু আমব্রোজ, বিশপ, আচার্য-এর স্মরণ দিবস স্মরণ**
ইসাইয়া ৩৫: ১-১০, সাম ৮৫: ৯কখ-১০, ১১-১২, ১৩-১৪, লুক ৫: ১৭-২৬
অথবা: সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
১ করি ৪: ১-৫, সাম ৮৯: ১-৪, ২০-২১, ২৪, ২৬, লুক ২২: ২৪-৩০

**৮ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার**
আদি ৩: ৯-১৫, ২০, সাম ৯৮: ১-৪, এফেসীয় ১: ৩-৬, ১১-১২, লুক ১: ২৬-৩৮
**ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের প্রতিপালিকার পর্ব দিবস**

**৯ ডিসেম্বর, বুধবার**
ইসাইয়া ৪০: ২৫-৩১, সাম ১০৩: ১-২, ৩-৪, ৮, ১০ মথি ১১: ২৮-৩০

**১০ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার**
ইসাইয়া ৪১: ১৩-২০, সাম ১৪৫: ১, ৯, ১০-১১, ১২-১৩কখ, মথি ১১: ১১-১

**১১ ডিসেম্বর, শুক্রবার**
ইসাইয়া ৪৮: ১৭-১৯, সাম ১: ১-৪, ৬, মথি ১১: ১৬-১৯

**১২ ডিসেম্বর, শনিবার**
বেন-সিরাখ ৪৮: ১-৪, ৯-১১, সাম ৮০: ২কগ, ৩খগ, ১৫-১৬, ১৮-১৯,মথি ১৭: ১০-১৩

### প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

**৬ ডিসেম্বর, রবিবার**
+ ১৯৬৭ ফাদার আমাতোরে দান্নিনো এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০৪ সিস্টার মেরী মনিকা পিসিপিএ
+ ২০০৫ পৌল পজ্জি পিমে (দিনাজপুর)

**৭ ডিসেম্বর, সোমবার**
+ ২০১০ ফাদার সুবাস কস্তা (রাজশাহী)

**৮ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার**
+ ১৯২৮ সিস্টার মার্গারিতা বেল্লেসিনি এসসি
+ ১৯৯৪ সিস্টার পিয়েরিনা কলম্বি এসসি (দিনাজপুর)
+ ২০০৪ সিস্টার মেরী জর্জ এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০০৬ সিস্টার শান্তি লালেনদি সিএসসি (চট্টগ্রাম)

**৯ ডিসেম্বর, বুধবার**
+ ১৮৯০ সিস্টার এম পল অব দ্যা ক্রশ রায়েন সিএসসি
+ ১৯২৯ ফাদার ফ্রান্সেসকো রক্কা পিমে (দিনাজপুর)

**১২ ডিসেম্বর, শনিবার**
+ ১৯৭৩ সিস্টার মেরী ইম্মানুয়েল পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৮২ ব্রাদার জন এম জডইন সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯৭ ফাদার গুয়েরিনো সাল্লা এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০৬ সিস্টার মেরী যোসেফ এসএমআরএ (ঢাকা)

# বিশপ মহোদয়ের বাণী

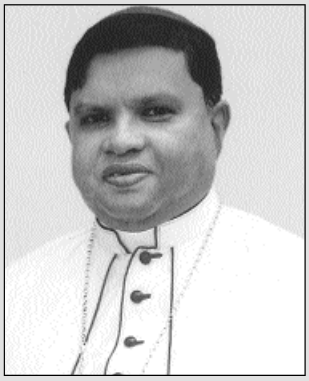

"তোমার বাণী গেঁথেছি আমার হৃদয়ে" মূলসুরটিকে উপজীব্য করে পালিত হচ্ছে বাইবেল দিবস- ২০২০। পবিত্র বাইবেলের সামগ্রন্থের এই অনুপ্রেরণাটির আবেদন চিরন্তন। ঈশ্বরের বাণী কেবলমাত্র 'আমাদের পথের আলো' এবং জীবনের সুরক্ষা দানকারী বর্মই নয়, ঈশ্বরের বাণী আমাদের হৃদয়ের প্রাচুর্য আর প্রশান্তিও বটে; কারণ তাঁর পবিত্র বাণীতেই আছে জীবনের সুমন্ত্রণা। প্রভুর বাণী যেমনি ক্ষুরধার শাণিত, তেমনি আবার সুস্বাদু-সুমিষ্ট। আমাদের হৃদয়ে ঐশবাণীকে ধারণ করা, এই বাণীকে অন্তরে গেঁথে রাখা আমাদেরই লাভ।

সাম রচয়িতা ঐশবাণীকে অন্তরে গেঁথে রাখার পবিত্র আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন একটা সুমহান উদ্দেশে। তিনি লিখেছেন-

"তোমার বাণী তো আমার হৃদয়ে গেঁথেই রেখেছি আমি,
তোমার ইচ্ছা অমান্য করে যাতে কোন পাপ কখনো না করি আমি"
*(সাম ১১৯:১১)*।

পাপের স্পর্শ যেন মানুষের জীবনকে কলুষিত না করে, সে জন্য ঐশবাণী অন্তরে ধারণ ও সেই বাণীর কণ্ঠস্বর শুনে জীবন-পথে চলাই আমাদের সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ। সুন্দর, পবিত্র আর অর্থবহ একটি মানব জীবনই সবার কাম্য হওয়ার কথা। আর তেমন একটি জীবন ঈশ্বরের বাণীর আলো, দিক-নির্দেশনা, মিষ্টতা ও গভীরতা ছাড়া অসম্ভব।

কোভিড ১৯-এর মহাদুর্যোগে এ বছর আমরা বাইবেল দিবস পালন করছি। আমাদেরকে নিরাশা, অসহায়ত্ব আর ভীতি-জনিত আত্মমুখীতা যেন আচ্ছন্ন করে ফেলতে না পারে, সে জন্য প্রভুর বাণীর কাছে আসা, সেই বাণীতে আশ্রয় নেয়া আমাদের জন্যই মঙ্গলজনক। মানব দেহধারী পরম বাণী প্রভু যিশুকে আমাদের হৃদয়ে ধারণ করেই আমরা সামগ্রিক মুক্তির পথযাত্রী হতে পারি।

প্রতিটি ধর্মপ্রদেশের ধর্মপল্লীগুলোতে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, গঠনগৃহে, পরিবারে ও ব্যক্তি পর্যায়ে সুবিধাজনক সময়ে বাইবেল দিবস পালন করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে আহ্বান জানাই। আমাদের প্রত্যেকের হৃদয় আর প্রতিটি পরিবার হয়ে উঠুক ঐশবাণীর আবাসস্থল।

সবার জীবন ঈশ্বরের পবিত্র বাণীতে গ্রোথিত ও গঠিত হোক, এই আশীর্বাদ কামনায়,

**খ্রিস্টেতে,**

**বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী**
সভাপতি
ধর্মশিক্ষা ও বাইবেলীয় সেবাকাজ বিষয়ক কমিশন
বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী

# ঐশবাণী: পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হাতিয়ার

যোয়াকিম রবিন হেম্ব্রম ও রাসেল আন্তনী রিবেরু

**ঐশবাণী :** সাধারণত ঐশবাণী বলতে যে চিন্তাটি আমাদের মনে এসে ধরা দেয় তা হলো পিতা ঈশ্বরের বাক্য, কথন ও চিন্তন। সাধু যোহন তাঁর মঙ্গলসমাচারে বলেছেন, "আদিতে ছিলেন বাণী; বাণী ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে, বাণী ছিলেন ঈশ্বর। আদিতে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গেই ছিলেন। ...বাণী একদিন হলেন রক্ত-মাংসের মানুষ, বাস করতে লাগলেন আমাদের মাঝখানে" *(যোহন ১:১-২; ১৪ক)*। বাইবেল হলো খ্রিস্টবিশ্বাসীদের পবিত্র গ্রন্থ। বাইবেল হলো ঈশ্বরের বাণীগ্রন্থ। "পরমেশ্বরের বাণী সপ্রাণ ও সক্রিয়। তা যে-কোন দু'ধারী খড়্গের চেয়েও তীক্ষ্ণ: তা অন্তরের সেই স্থানেও ভেদ করে গিয়ে পৌঁছায়, যেখানে প্রাণ ও আত্মা এবং গ্রন্থি ও মজ্জার ভাগবিভাগ। সেই বাণী হৃদয়ের বাসনা ও ভাবচিন্তাও বিচার করে" *(হিব্রু ৪:১২)*। ঈশ্বর তাঁর আপন পরিকল্পনা এই বাণীর মধ্যদিয়ে প্রকাশ করেছেন। এ বাণী তিনি দিয়েছেন যেন মানুষ তা অনুসরণ করে জীবনপথে চলতে পারে তাঁকে চিনতে ও জানতে পারে এবং পরকালে তাঁর সাথে অনন্ত সুখের অমর রাজ্যে মিলিত হতে পারে। পুরাতন নিয়মে বিভিন্ন প্রবক্তাদের মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের বাণী প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বাণী বিপদে, সঙ্কটকালে ভক্তদের পথ দেখিয়েছে, পাপের পথ থেকে দূরে রেখেছে। ঈশ্বরের বাণী জীবনদায়ী, মুক্তিদায়ী এবং আমাদের প্রেরণা ও শক্তির উৎস। তাই ঐশবাণী আমাদের প্রত্যেকের জীবনে ধারণ করা উচিত।

**পাপ:** ঈশ্বরের সাথে মানুষ নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত; আত্মায় আত্মীয়। কেননা মানুষ সম্পর্কময়। এ সম্পর্ক ঈশ্বর ও মানুষের সম্পর্ক, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং প্রকৃতির ও প্রকৃতির প্রাণীকূলের সাথে, মানুষের সাথে সম্পর্ক। পাপ শব্দটি বিচ্ছিন্নতা, দূরত্ব, খারাপ এবং সম্পর্কহীনতা অর্থে বুঝানো হয়। আমরা যখন ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই তখনই আমরা পাপে পতিত হই, আমরা পাপ করি। পাপ আমাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দেয়, অমঙ্গলের পথে নিয়ে যায়। আসলে পাপ শব্দটি ভালো বিষয়গুলোর বিপরীত একটা ক্রিয়া। সাধু পলের ভাষায় যা অধর্ম। যা কিছু আমাদের অধর্মের পথে নিয়ে যায় তাই হলো পাপ। কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা অনুযায়ী, জেনে-শুনে বুঝে ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করাই পাপ। প্রকৃত অর্থে, ঐশবাণীর আলোকে জীবন-যাপন না করাই হলো পাপ।

**যুদ্ধের হাতিয়ার ঐশবাণী :** ঐশবাণী হলো স্বয়ং ঈশ্বরের বাণী। ঐশবাণী আমাদের জীবনে আলো। আমরা যখন অন্যায্যতা, স্বার্থপরতা, রাগ, অহংকার, হিংসা, কাম, ক্রোধ, আলস্য ও হানাহানি, ঝগড়াঝাটির মধ্যে জীবন-যাপন করি তখন শয়তান বিজয়ী হয়। অন্যদিকে, ঐশবাণীর আলোকে ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, দয়া, করুণা ইত্যাদি সৎগুণ যখন আমাদের জীবনে চর্চা করি তখনই শয়তান পরাজিত হয়। "শয়তান সেতো গর্জমান সিংহের মতোই এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে- কাকে গ্রাস করবে, তার সন্ধানে রয়েছে" *(১ পিতর ৫:৮)*। তাই আমাদেরকে পরিধান করতে হবে আলোকের রণসজ্জা এবং ঐশবাণীকে পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

পৃথিবী যেন একটি যুদ্ধক্ষেত্র। এই যুদ্ধটি হল পাপের বিরুদ্ধে। বর্তমান জগতে নানাভাবে নানা ছদ্মবেশে পাপ আমাদের সামনে হাজির হচ্ছে। সুনিপুণ কৌশল অবলম্বন করে শয়তান আমাদেরকে পাপ করতে বাধ্য করে। পাপের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও কার্যকরী হাতিয়ার হল ঐশবাণী। একজন যোদ্ধা যেমন শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য রণসজ্জায় সজ্জিত হয়, তেমনিভাবে পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হয়। যুদ্ধের সাজেই সজ্জিত হতে হয়। শয়তানের বিরুদ্ধে বাণীকে যদি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না করি তবে আমরা পাপের কাছে পরাজিত হব। পাপের অন্ধকারেই ডুবে যাব। পরাজয়ের পরিণতি মাথায় নিয়ে মাথা নিচু করেই জীবন-যাপন করতে হবে। সেই জীবনে থাকবে না কোন আনন্দ ও সুখ; থাকবে শুধু কান্না, বেদনা, দাঁত ঘষাঘষি ও পরাজয়ের গ্লানি। ঐশবাণীকে পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য আমাদের সবার জীবনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতে আলোকপাত করতে হবে –

**ঐশবাণী আমাদের জীবনীশক্তি:** ঐশবাণী হচ্ছে সর্বশক্তির উৎস। বাণী হচ্ছে ঈশ্বরভক্ত মানুষের আচার-আচরণ, কাজ-কর্ম ও কথা বলার জীবনীশক্তি। ঈশ্বরের বাণী যদি আমাদের মধ্যে থাকে তাহলে আমরা প্রচুর ফলে ফলশালী হয়ে উঠব, শুকিয়ে যাবে না কখনো *(যোহন ১৫:৭-৮)*। বাণী আমাদের প্রেরণা ও শক্তির উৎস। বাণীতে রয়েছে এমন আধ্যাত্মিক শক্তি যা আমাদের জীবন বদলে দিতে পারে। এই বাণী আমাদের অন্তরের গভীর বিশ্বাস সুদৃঢ় করে তোলে। আর এই বাণী হলেন স্বয়ং খ্রিস্ট যিনি আমাদের মুক্তির জন্য দেহধারণ করেছেন।

**ঐশবাণীর আলোতে জীবন যাপন করা:** ঐশবাণী জীবনের প্রতিদিনের দিকনির্দেশনা, সান্ত্বনা, অনুপ্রেরণা, আলোকবর্তিকা যা আমাদেরকে আধ্যাত্মিকতায় পরিপুষ্ট করে শাশ্বত জীবনের দিকে নিয়ে যায়। তাই ঐশবাণীর অর্থ গভীরভাবে বুঝার চেষ্টা করতে হবে। তিমথির কাছে লেখা পত্রে সাধু পল বলেছেন, "শাস্ত্রের প্রতিটি উক্তিই ঐশ প্রেরণায় অনুপ্রাণিত; মানুষকে ধর্মশিক্ষা দিতে, তার ভুল দেখিয়ে দিতে, ত্রুটি সংশোধন করতে আর সৎ জীবনের দীক্ষা দিতে শাস্ত্রের প্রতিটি উক্তিরই উপযোগিতা আছে। এতে পরমেশ্বরের সেবক উপযুক্ত কর্মক্ষমতা পায়, প্রতিটি সৎকর্ম করার জন্যে প্রয়োজনীয় সামর্থই পায়" *(২য় তিমথি ৩:১৬-১৭)*। তাই ঐশবাণীর নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করার মাধ্যমে আমরা নিজেদের স্বর্গরাজ্যের উপযুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারি। আর ঐশবাণীর আলো যার জীবনে বিদ্যমান সেখানে অন্ধকারের কোন স্থানই নেই।

**বাণী আমাদের পথ প্রদর্শক :** ঐশবাণী আমাদের চলার পথ প্রদর্শক। আমরা সঠিক পথের ঠিকানা খুঁজে পাই ঐশবাণী থেকে। ঐশবাণী আমাদের সঠিক পথের ঠিকানা বলে দেয় ও আমাদের আলোর পথ দেখায়। যিশু যেমনটি বলেছেন, "আমি জগতের আলো। যে আমার অনুসরণ করে, সে কখনো অন্ধকারে চলবে না; কিন্তু জীবনের আলো লাভ করবে" *(যোহন ৮:১২)*। অর্থাৎ ঐশবাণী আমাদের জীবনকে আলোর পথেই পরিচালিত করে। ঐশবাণীই আমাদের জীবনকে স্বর্গীয় পিতার দিকে চালিত করে। যিশু হলেন সত্য, পথ ও জীবন যার মধ্যদিয়ে না গেলে কেউ পিতার কাছে যেতে পারে না। বাস্তব জগতের চ্যালেঞ্জের মধ্যেও বাণী আমাদের ঈশ্বরের দেখানো পথে হাঁটতে সাহায্য করে। তাই পাপের পথে নয় বরং পিতার পথেই বাণী আমাদের পরিচালিত করেন। আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্ট ঈশ্বরের বাক্য ও পরিকল্পনার ওপর নির্ভর করে বলেছিলেন, "দূর হও শয়তান"। তাই আসুন, আজ আমরাও শয়তানকে আমাদের জীবন থেকে তাড়িয়ে দিই আর বলি, 'দূর হও শয়তান' এবং ঐশবাণীকে করি আমাদের জীবনে ধ্যান-জ্ঞান; পাপের বিরুদ্ধে আমাদের জীবনের হাতিয়ার।

**বাণীতে দীক্ষিত হওয়া:** পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে আমাদের ঐশবাণীর মন্ত্রে দীক্ষিত হতে হবে। সাধু যেরোম বলেন, "শাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞতা হল খ্রিস্ট সম্পর্কে অজ্ঞতা'। তাই আমদের সকলের উচিত এই সৃষ্টিশীল, শক্তিশালী, ফলপ্রসু, জীবন্ত, রূপান্তরকারী ও প্রাণদায়ী বাণীকে গভীর বিশ্বাস সহকারে শ্রবণ করা, পাঠ করা ও বাণী অনুসারে জীবন যাপন করা। মোটকথা, বীজ বপকের কাহিনীর উর্বর জমির মতই আমাদের জীবনে বাণীকে গ্রহণ করতে হবে। যাতে আমরা বাণী অনুসারে একশত গুণ ফসল উৎপন্ন করতে পারি। বাণীর প্রতি আমাদের বিশ্বাস যদি সুদৃঢ় হয়ে তবে কোন কিছুই আমাদেরকে পাপের দিকে চালিত করবে পারতে না। বাণীতে দীক্ষিত হওয়ার মধ্যদিয়ে আমরা নতুন মানুষ হয়ে উঠতে পারব।

**বাণীতে আত্মগঠন:** ঐশবাণী কখনো ব্যর্থ হয় না। বাণী প্রতিনিয়ত আমাদের আলোকিত করে, গঠন করে ও রূপান্তর করে। বাণী শ্রবণের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে আমাদের একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বাণীর মাধ্যমে আমরা ঐশইচ্ছা জানতে পারি। আমরা যখন স্বেচ্ছায় ঐশবাণীর রস আস্বাদন করি তখনই পবিত্র আত্মা আমাদের গঠনদান শুরু করে। আমাদের ধ্যানে, জ্ঞানে ও আচরণে ঐশবাণী সহচর হয়ে ওঠে। বাণী আমাদের নবীকৃত জীবনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আমাদের দেহ, মন ও আত্মা পবিত্র আত্মার আলোয় উদ্ভাসিত হয় এবং প্রভুর সাথে একাত্ম হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। পাপের পথে অগ্রসর হতে ঈশ্বরের বাণী আমাদের সর্বদা বাঁধা প্রদান করে। এভাবেই বাণীতে আত্মগঠন সম্পন্ন হয়। আমরা আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠি।

**নিজ জীবনে বাণীকে জাগ্রত রাখা :** আমাদের জীবনের সমস্ত শক্তি, প্রেরণা, সান্ত্বনা, শান্তি ও ভালবাসার উৎস ঐশবাণী। ঐশবাণী তখনই পরিপূর্ণতা লাভ করে যখন আমাদের জীবনে আমরা তা অব্যাহত চর্চা করি। আমরা যে বাণী শ্রবণ করি ও পাঠ করি তা নিজ জীবনে জীবন্ত রাখতে হবে। অনেক সময় সংসারের ভাবনা-চিন্তা আর ধন-সম্পদের মিথ্যা মোহে পড়ে আমাদের হৃদয় দুয়ার বন্ধ হয়ে যায়। আমরা বাণীর প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ি। আমরা বাণী শুনি কিন্তু সেই বাণী আমাদের মর্মে পৌঁছায় না, তাই কোন কাজেও আসে না। আমাদের আন্তরিকতার অভাবে বাণী অঙ্কুরিত হওয়ার আগেই বিফলে যায়। এই বাণীশূন্য জীবনে শয়তানের মত অনেক শত্রু এসে পাপের দিকে আমাদের জীবনকে চালিত করে। বাণীর অভাবে আমাদের জীবন শিকড়হীন হয়ে যায়। ঠিক কচুরিপানার মত জগতের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে আমরা অন্ধকারের জীবনকে বেছে নেয়। তাই অন্ধকারকে মোকাবেলা করতে আমাদের আরও মনোযোগ সহকারে, আগ্রহের সঙ্গেই বাণীকে শ্রবণ করতে হবে ও অন্তরে ধারণ করতে হবে। তবেই বাণী আমাদের মধ্যে জাগ্রত থাকবে আর আমরা বাণী অনুসারে একশগুণ ফলভারেই ফলশালী হয়ে উঠব *(দ্রঃ মার্ক ৪:২০)*।

**ঐশবাণীতে জীবনের উৎকর্ষতা সাধন :** পৃথিবীর বিরামহীন কর্মময় অবস্থায় ঐশবাণীর বিশ্বাসে নিজ জীবনের উৎকর্ষতা সাধন করতে সর্বদা প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ঐশবাণীর প্রতি বিশ্বাস যদি অস্পষ্ট হয় তাহলে জীবনে নেমে আসে দুঃখ-কষ্ট, বঞ্চনা, নানা সমস্যা, হতাশা-নিরাশা ও পাপ করার মত অনেক প্রলোভন। ঐশবাণীর উৎকর্ষতার অভাবে আমরা দুর্বল মানুষে পরিণত হই। শয়তান দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আমাদের পাপে পতিত করে। তাই ঐশবাণীর আলোকে উদারতা, নম্রতা, কোমলতা, বিনয়, সত্যবাদিতা, পরোপকারীতা ও ভালবাসার মত গুণগুলো চর্চার মাধ্যমে জীবনে সবল করে তুলতে পারি। এতে শয়তানের চালাকি আমরা বুঝতে পারব। তাকে ঐশবাণীর শক্তিতে জীবন থেকে দূর করে দিতে পারব।

**ঐশবাণীর মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করা :** বাণী আমাদের আধ্যাত্মিক খাদ্যের প্রধান উৎস। বাইবেল হল ঈশ্বরের বাণী। বাইবেলে অনেক বিষয়ে প্রভু যিশু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। এই বাণী নিয়ে যদি যথাযথ ধ্যান-প্রার্থনা করা হয় তবেই এর যথার্থ অর্থ বুঝতে পারা যায় এবং তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। বাণী ধ্যানের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জিত হয়। সাধু আম্ব্রোস বলেন, "যে ব্যক্তি বাইবেল পাঠ শুরু করেছে, সে এই জগতের স্বর্গরাজ্যে প্রভুর সাথে পথ চলতে শুরু করেছে"। যেখানে স্বয়ং প্রভু আমাদের সাথে থাকেন, সেখানে কোন কিছুই আমাদের টলাতে পারে না।

পরিশেষে বলতে চাই, ঐশবাণীর আলো ঘরে ঘরে জ্বলুক যেন ঐশবাণীর আলোকে শুধু নিজেরা নয় বরং অন্যদেরও আলোকিত করি। শুধু নিজের জীবন থেকে পাপকে বিতাড়িত নয় বরং গোটা জগৎ ও মানুষের কাছ থেকে ঐশবাণীর মাধ্যমে পাপকে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য করতে পারি। ঐশবাণীর আলোকে জীবন যাপন করার মাধ্যমে বিশ্বজগতের কাছে বাণীর সাক্ষ্য হয়ে উঠি। এই ঐশবাণী ধ্যান, পালন, চর্চা, পাঠ ও যাপনের মাধ্যমে আমাদের জীবনে যেন পরিবর্তন আসে ও নব রূপান্তর ঘটে। আমরা যেন সাধু পলের মত বলতে পারি "এই যে আমি জীবিত আছি, সে তো আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিস্টই জীবিত আছেন" *(গালাতীয় ২:২০)*।

**সহায়ক গ্রন্থ**


১. *মিংঙো, খ্রীস্টিয়া, ও সজল বন্দোপাধ্যায়, মঙ্গলবার্তা, ঢাকা, প্রতিবেশী প্রকাশনী, ২০১১।*

২. *পিউরিফিকেশন, সত্য ও রিংকু হিউবার্ট কস্তা: গঠনপ্রার্থীদের জীবনে ঐশবাণী, দীপ্তসাক্ষ্য, ৩৫তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা, পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী,২০০৯।*

# নব যুগের কাণ্ডারী : আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ এর অধিষ্ঠান

## আর্চবিশপ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও'র প্রতি গভীর শ্রদ্ধা-কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

সারা বিশ্ব যখন করেনাভাইরাসের সংক্রমণে দিশেহারা, বিশ্ববাসীর প্রাণে বাঁচার জন্য যখন কেবলই আর্তহাহাকার, সেই ক্রান্তিলগ্নে ক্ষুদ্ররাষ্ট্র ভাতিকান থেকে ভেসে আসে নতুন আশার আনন্দবাণী। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের জন্য পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস নতুন কাণ্ডারীর নাম ঘোষণা দিলেন। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দে সে বাণী ইথারে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সে ঘোষণায় ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশে আনন্দের ঢেউ জাগলেও বন-পাহাড়ের আশাহীন মানুষগুলো বেদনার্ত হয়। কেননা এই বন-পাহাড়ে যিনি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন সেই বিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই-কে যে ছেড়ে দিতে হবে। মাণ্ডলীক নিয়মে অবসর গ্রহণ করলেন আর্চবিশপ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, তারই স্থলাভিষিক্ত হলেন সিলেট ধর্মপ্রদেশের বিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। রমনার সেন্ট মেরীস্ ক্যাথিড্রালে অনুষ্ঠিত আর্চবিশপীয় অধিষ্ঠান অনুষ্ঠানে সার্বক্ষণিক উপস্থিত থেকে এই বিশেষ প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন **সুনীল পেরেরা ও সুমন কোড়াইয়া।**

এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ ২৭ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ। করোনাভাইরাস পরিস্থিতির কারণে স্বল্প পরিসরে আয়োজন করা হলেও ভক্তজনগণের মধ্যে সেকি দুর্বার আকাঙ্ক্ষা নব অভিষিক্ত আর্চবিশপকে বরণ করে নেবার এবং অবসরপ্রাপ্ত আর্চবিশপকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের। রৌদ্রোজ্জ্বল ৯:৩০ মিনিটে ক্যাথিড্রালের খোলাচত্বর থেকে শুরু হয় খ্রিস্টযাগের শোভাযাত্রা। গির্জার রুদ্ধ সিংহদ্বারের ভেতরে অপেক্ষমান ছিলেন ক্যাথিড্রালের পাল-পুরোহিত ফাদার বিমল ফ্রান্সিস গমেজ, অবসরপ্রাপ্ত আর্চবিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও এবং পোপের প্রতিনিধি আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী। আর রুদ্ধ সিংহদ্বারের বাইরে অপেক্ষারত নবনিযুক্ত আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ এবং তার পিছনে অন্যান্য বিশপগণ।

বিশপ বিজয় ক্যাথিড্রালের সিংহদ্বারে ৩ বার করাঘাত করলে তা খুলে দেওয়া হয়। বিশপ ভেতরে প্রবেশ করার সাথে-সাথে পোপের প্রতিনিধি ও অবসরপ্রাপ্ত আর্চবিশপ তাকে স্বাগতম জানান। এসময় বিশপ বিজয় তাকে চুম্বন করেন এবং পবিত্র জলে সিঞ্চিত হন। এভাবেই গান ও ভক্তিনৃত্য সহকারে প্রবেশ শোভাযাত্রা আরম্ভ হয়। ক্রমানুসারে ধূপারতি ও ধূপবাহক, ক্রুশবাহক, দুজন প্রদীপবাহক, অন্যান্য সেবকগণ, মঙ্গলবাণীগ্রন্থ বহনকারী ডিকন, পাল্লীউম বহনকারী ডিকনগণ, ক্যাথেড্রালের পরিচালক, বিশপগণ, কার্ডিনাল, পোপের প্রতিনিধি এবং প্রধান পৌরহিত্যকারী আর্চবিশপ বিজয় শোভাযাত্রা করে বেদী অভিমুখে এগিয়ে যান। বেদী প্রণাম করে সকলে নিজ-নিজ আসন গ্রহণ করেন। এ সময় আর্চবিশপ বিজয় ক্যাথেড্রা ব্যতিত অন্য একটি নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসেন।

সকলের আসন গ্রহণের পরে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের প্রশাসক বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ সকলের পক্ষ থেকে নতুন আর্চবিশপকে স্বাগত জানান। তিনি চ্যান্সেলর ফাদার মিল্টন কোড়াইয়াকে আহ্বান করেন পুণ্যপিতার অনুজ্ঞাপত্রটি (PAPAL BULL) সর্বসম্মুখে প্রদর্শন ও পাঠ করার জন্য। এটি খ্রিস্টমণ্ডলীর একটি প্রাচীন ঐতিহ্য যা প্রকাশ করে পোপ অর্থাৎ রোমের বিশপের নেতৃত্বে সর্বজনীন মণ্ডলীর সাথে স্থানীয় মণ্ডলীর সুদৃঢ় ঐক্যবন্ধন। পাঠ শেষে সকলে আনন্দিত কণ্ঠে বলে ওঠেন "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ"। ক্যাথেড্রা (ধর্মপালের আসন) হল একজন ধর্মপালের সেবকীয় নেতৃত্বের পালকীয় আসন। স্থানীয় মণ্ডলীর প্রতি তার বিশ্বাসের

শিক্ষা-দায়িত্ব এবং পালকীয় সেবার প্রতীক। অনুজ্ঞা-পত্রটি পাঠ শেষে পোপের প্রতিনিধি এবং কার্ডিনাল প্যাট্রিক নতুন আর্চবিশপ বিজয়কে ক্যাথেড্রার সামনে নিয়ে যান। তারা উভয়ে নতুন আর্চবিশপের দুই কাঁধে তাদের ডান হাত রেখে ধীরে-ধীরে তাকে ক্যাথেড্রায় বসিয়ে দেন। এরপর আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী বলেন, আমি আমাদের পুণ্যপিতার প্রৈরিতিক প্রতিনিধি আর্চবিশপ কোচেরী আপনাকে ঢাকার মেট্রোপলিটন আর্চবিশপের পদে অধিষ্ঠিত করছি- পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে।

পালকীয় যষ্ঠি (CROZIER) একজন বিশপকে চিহ্নিত করে মেষপালের পালক হিসেবে। এটি মেষপালের প্রতি একজন বিশপের এই দায়িত্ব ব্যাখ্যা করে: মেষদের জানা ও যত্ন নেওয়া, নেতৃত্ব দেওয়া এবং পথপ্রদর্শন করা, রক্ষা করা ও সংশোধন করা। ক্যাথেড্রায় সদ্য উপবিষ্ট আর্চবিশপ মাইটার পরিধান করেন। অতপর অবসরপ্রাপ্ত আর্চবিশপ প্যাট্রিক তার হাতের পালকীয় যষ্ঠি নতুন আর্চবিশপের কাছে হস্তান্তর করেন। এটা প্রভুর মেষপাল তথা ঐশজনগণের প্রতি পালকীয় ক্ষমতা ও দায়দায়িত্ব হস্তান্তরের একটি চিহ্ন।

**পাল্লীউম প্রদান:** পাল্লীউম হলো মেষের লোম দিয়ে তৈরি বিশেষ এক শুভ্র বসন যা উপাসনার সময়ে কাঁধে পরিধান করা হয়। ইহা যেমন মেট্রোপলিটন বিশপ হিসেবে তার কর্তৃত্বের দিকটি প্রকাশ করে, তেমনি বৃত্তাকার স্কন্ধ বসনটি মেষের সাথে পালকের ভালোবাসার বন্ধনকে তুলে ধরে। অন্যদিকে, সুসমাচার প্রচারে তার দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা তাকে বার-বার স্মরণ করিয়ে দেয়া। রোমীয় মণ্ডলীর সাথে স্থানীয় মণ্ডলীর একতার চিহ্ন ও মিলনের প্রতীক হিসেবে একজন আর্চবিশপ তার মণ্ডলীকে প্রদেশের আওতাধীন এলাকার মধ্যে পাল্লীউম পরিধান করেন।

**বিশ্বাস-স্বীকার ও শপথ বাক্য উচ্চারণ :**

এরপর মাইটার পরিহিত অবস্থায় পোপের প্রতিনিধি বেদীমঞ্চের সম্মুখভাগে রাখা আসনে গিয়ে বসেন। নিজ মাইটার ও যষ্ঠি রেখে আর্চবিশপ বিজয় তার সামনে গিয়ে জানুপাত করেন এবং প্রথমে বিশ্বাস স্বীকার ও পরে শপথ বাক্য উচ্চারণ করেন। অতপর আর্চবিশপ কোচেরী পাল্লীউম বসনটি আর্চবিশপ বিজয়ের কাঁধে পড়িয়ে দিয়ে প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণ করেন। এরপর পোপের প্রতিনিধি তাকে জনসম্মুখে উপস্থাপন করেন। এসময় জনতার করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে গির্জাঘর। পূর্ণরূপে অধিষ্ঠিত আর্চবিশপ বিজয় এবার বেদীমঞ্চের পাদপীঠে এসে দাঁড়ান। তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বরণ করে নেন ঢাকার আওতাধীন সুফরাগান ধর্মপ্রদেশগুলোর বিশপগণ অর্থাৎ দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও সিলেটের বিশপগণ। শুভেচ্ছা জানান রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের একজন প্রতিনিধি। আনুগত্য প্রদর্শন ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের প্রকাশ হিসেবে মাথা নত করে শুভেচ্ছা জানান মহাধর্মপ্রদেশের মন্ত্রণাদাতাগণ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ।

নতুন আর্চবিশপকে উপস্থাপন

শুভেচ্ছা জ্ঞাপন শেষে আর্চবিশপ বিজয় ক্যাথেড্রার সামনে যষ্ঠি ও মাইটার রেখে দিয়ে মহাখ্রিস্টযাগ শুরু করেন। তাকে সহযোগিতা করেন কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও ও ভাতিকানের রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী। পবিত্র খ্রিস্টযাগের উপদেশবাণীতে নতুন আর্চবিশপ বলেন, "আমরা যিশুর শিষ্য হওয়ার জন্য আহ্বান পেয়েছি। ঈশ্বর তার নিজের কথা প্রবক্তাদের মুখ দিয়ে বলেছেন। আমরা

খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণকারী - সিস্টারগণ

ভক্তজনগণ যাজকগণ

অযোগ্য কিন্তু ঈশ্বর চান তার জনগণ তার মতো হয়ে উঠবে। তিনি আরও বলেন, "এই ধর্মপ্রদেশে রয়েছে অনেক অভিজ্ঞ পবিত্র যাজক, ব্রতধারিণী খ্রিস্টভক্তগণ। তারাই হবে আমার চলার পথের শক্তি। বিশপীয় আন্তধর্মীয় সংলাপ কমিশনের চেয়ারম্যান ও ঢাকার আর্চবিশপ বিজয় বলেন, ধর্মবিশ্বাসে একটা শক্তি আছে। আমি বিভিন্ন ধর্মের নেতৃবৃন্দের সাথে মিশেছি। তাদের সাথে চলে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি। আমি বুঝতে পেরেছি, ধর্ম একতা সৃষ্টি করতে পারে। কারণ আমরা সকল মানুষ এক সৃষ্টিকর্তার জীব। আমাদের শুধু শিক্ষাদাতা নয়, সাক্ষ্যদাতাও হতে হবে। এখন সময় এসেছে, বহির্মুখী হতে হবে। আমাদের রয়েছে কত সুন্দর-সুন্দর প্রতিষ্ঠান। যেমন : কারিতাস ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো। আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যদিয়ে সাক্ষ্যদাতা হয়ে উঠব।

খ্রিস্টযাগের শেষে শুরু হয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সঙ্গীতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন নতুন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ। তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন, অধিষ্ঠান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের সমন্বয় কমিটির কো-অর্ডিনেটর ফাদার ডেভিড গমেজ। নতুন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ এবং অবসরপ্রাপ্ত আর্চবিশপ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি মহোদয়ের উদ্দেশে ধর্মপ্রদেশের খ্রিস্টভক্তদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দু'টি মানপত্র পাঠ করা হয়। এরপর ভাতিকানের রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী, আর্চবিশপ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিওকে তার সমস্ত কাজের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং অভিনন্দন জানান নতুন আর্চবিশপ বিজয়কে। তিনি তাকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। খ্রিস্টভক্তদের পক্ষে বক্তব্য দেন গোল্লা ধর্মপল্লীর টমাস রোজারিও। ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের পক্ষে বক্তব্য প্রদান করেন ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের যাজকগণ পূর্ণ আনুগত্য ও একাত্ম হয়ে ধর্মপ্রদেশ ও ঐশজনগণের সেবা করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি। ঢাকার অবসরপ্রাপ্ত আর্চবিশপ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও তার উত্তরসূরি আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআইকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, "তুমি আমাদের পরিচালক, তুমি যে প্রভুর মনোনীত জন। প্রভুর মনোনীতরূপে পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় তোমাকে বেছে নিয়েছেন। তুমি প্রিয়জন ও প্রিয় পালক। তোমাকে জানাই অন্তরভরা অভিনন্দন। তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে আমরা উন্মুখ। পবিত্র ক্রুশ ভ্রাতৃসংঘের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন ব্রাদার সুবল রোজারিও সিএসসি। এরপর সিবিসিবির জেনারেল সেক্রেটারী ও ময়মনসিংহের বিশপ পল পনেন কুবি সিএসসি বিশপদের পক্ষ থেকে নতুন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ এবং অবসরপ্রাপ্ত আর্চবিশপ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিওকে শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি নতুন আর্চবিশপকে বলেন, "ঈশ্বর তার সৃষ্টির দায়িত্ব দিয়েছেন। সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এগিয়ে যেতে হবে শান্তি, একতা ও প্রগতির পথে। সকল বিশপ, যাজক ও জনগণ আপনার সঙ্গে আছেন। এরপর কারিতাস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক এবং প্রকাশনা কমিটির সেক্রেটারী রঞ্জন রোজারিও'র আহ্বানে আর্চবিশপীয় অধিষ্ঠান ও কৃতজ্ঞতা স্মরণিকা'র মোড়ক উন্মোচন করেন আর্চবিশপ বিজয়, আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী ও কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি। স্মরণিকাটি সম্পাদনা করেছেন সিস্টার শিখা লেটিসিয়া গমেজ সিএসসি। সবশেষে অধিষ্ঠান ও

অধিষ্ঠান কমিটির সমন্বয়ক ফাদার ডেভিড গমেজ

ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের সমন্বয় কমিটির চেয়ারম্যান ও ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের প্রশাসক বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ বলেন,

আজকের উপাসনায় করোনাভাইরাসের কারণে সীমিত পরিসরে ক্যাথিড্রালের ভেতরে করতে বাধ্য হয়েছি। তাই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সকলকে সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি বলে আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। যারা আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন, যারা অনলাইনে অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানাই।

করোনা পরিস্থিতির কারণে অনুষ্ঠানটিতে কেবলমাত্র ধর্মপল্লী বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণসহ ৪৫০ জন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে বিভিন্ন ধর্মসংঘ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ঢাকা ক্রেডিট, হাউজিং সোসাইটিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ও ব্যক্তিগতভাবে নতুন আর্চবিশপ বিজয় ও বিদায়ী আর্চবিশপ কার্ডিনাল প্যাট্রিককে ফুলেল শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জ্ঞাপন করা হয়। সেইসাথে উপহার প্রদান করা হয়। প্রসঙ্গত, খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র এবং দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকার সহযোগিতায় *সাপ্তাহিক প্রতিবেশী* ফেসবুক পেইজ ও ডিসিটিভিতে অনলাইনের মাধ্যমে সরাসরি অনুষ্ঠানটি প্রচার করা হয়। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলেও অনুষ্ঠানের অংশবিশেষ সম্প্রচার করা হয়।

আর্চবিশপীয় অধিষ্ঠান ও ধন্যবাদ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী নাগরী ধর্মপল্লীর সুবল এম ক্রুশ বলেন, ঈশ্বরকে অনেক-অনেক ধন্যবাদ যে, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের জন্য একজন যোগ্য, সাহসী এবং প্রাণবন্ত ধর্মগুরুকে মনোনীত করেছেন। বর্তমান সঙ্কটকালীন সময়ে আশাহীন মানুষের মাঝে তিনি আশার বাণী সঞ্চার করবেন তার কথায়, সেবায় ও ভালোবাসায় এবং সংলাপের উদ্যোক্তা হয়ে।

অর্থাৎ মণ্ডলীকে বহির্মুখী হওয়ার তিনি পথ প্রদর্শক।

দীপ্তি ডি'ক্রুজ বিশপ বিজয়ের বোন। তার দাদা আর্চবিশপ হয়েছেন শুনে অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। কিন্তু এত আনন্দের সংবাদের পর তাদের পরিবারে বেদনার সুর। আর্চবিশপ মহোদয়ের দুই ভাই বিদেশে থাকায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেননি। উপরন্তু তার (দীপ্তির) স্বামী মারা গেছেন কিছুদিন আগে। বেদনার মাঝেও তারা আনন্দচিত্তে আর্চবিশপকে গ্রহণ করবেন ।

উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মের নেতৃবৃন্দসহ বাংলাদেশের ডিপ্লোমেটিক কোরের ডীন ভাতিকানের রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী, বিশ্বের একমাত্র বাঙালি কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, স্কয়ার গ্রুপের অন্যতম পরিচালক তপন চৌধুরীসহ রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারি ব্যারিষ্টার

বিপ্লব বড়ুয়া, সাংসদ জুয়েল আরেং এমপি, এডভোকেট গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার এমপি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির উপ-দপ্তর সম্পাদক সায়েম খান, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যনির্বাহী-সদস্য ও ঢাকা ক্রেডিটের উপদেষ্টা রেমন্ড আরেং। অন্যান্য ধর্মের প্রতিনিধিগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু-বৌদ্ধ- খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক, বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার বিকাশ চৌধুরি বড়ুয়া ও সেক্রেটারী জেনারেল ভিক্ষু সনন্দ প্রিয়, বাংলাদেশ চার্চ পরিষদের সেক্রেটারী জেনারেল দীপক অনুরুদ্ধ দাশ, বিবিএস এর লিওর পি সরকার, চার্চ অব বাংলাদেশের জেমস সুব্রত হাজরা। এছাড়াও বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিও, কারিতাস এশিয়ার প্রেসিডেন্ট ড. বেনেডিক্ট আলো ডি'রোজারিওসহ খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণও উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের প্রশাসক বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ, ঢাকার অবসরপ্রাপ্ত সহকারী বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি, ময়মনসিংহের বিশপ পল পনেন কুবি সিএসসি, খুলনার বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী, দিনাজপুরের বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু, চট্টগ্রামের প্রশাসক ফাদার লেনার্ড রিবেরুসহ বিভিন্ন ধর্মসংঘের প্রধানগণের উপস্থিতিতে আর্চবিশপীয় অধিষ্ঠান অনুষ্ঠানটি আরো বেশি আলোকিত হয়ে ওঠে।

আর্চবিশপ বিজয়, সরকার ও বিভিন্ন ধর্মের নেতৃবৃন্দ, আন্তধর্মীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে মেলবন্ধন এবং বহির্বিশ্বে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে মিলন সমাজ গড়ে তুলবেন। নতুন আর্চবিশপ ঐক্যের যে আহ্বান রেখেছেন তা বাস্তবায়িত হয়ে মণ্ডলী মিলনসমাজে পরিণত হবে। তার মাধ্যমে বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলী আরও সুদৃঢ় ও গতিশীল হোক, এটাই ভক্তগণের প্রত্যাশা। জয়তু নতুন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই!

# “মিলন সাধনায় মগ্ন অন্তরে” ধর্মপালরূপে আমার সেবাকাজ ও কৃতজ্ঞতা

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি’রোজারিও সিএসসি

বয়সীমার বিধান মোতাবেক, আমি ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে পোপ মহোদয়ের নিকট অব্যাহতির জন্য প্রার্থনা করেছিলাম। তারপরে আরও দুবছরের বাড়তি মেয়াদ সমাপ্তিতে, গত পহেলা অক্টোবর, আমার ৭৭তম জন্মবার্ষিকীর পূর্বদিনে পোপ মহোদয় আমার সেই আবেদন গ্রহণ করেন। জন্মবার্ষিকী ঘিরে ত্রিশতম বিশপীয় অভিষেক-বার্ষিকীর সমাপণে অবসর গ্রহণ করা, আমাকে অনেক আনন্দ দিয়েছে এবং অন্তরে জাগিয়েছে ঈশ্বরের প্রতি ও ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের বিশপ, যাজক, উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতী ও ভক্তজনগণের প্রতি এবং বৃহত্তর মণ্ডলীর প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা।

আমার অবসর গ্রহণের একই দিনে, পোপ মহোদয় সিলেটের ধর্মপাল পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ বিজয় এন ডি’ক্রুজ, ওএমআই-কে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের নতুন আর্চবিশপরূপে মনোনয়ন দিয়েছেন। মহাধর্মপ্রদেশের সকলের নামে আমি নবনিযুক্ত পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় ডি’ক্রুজকে অভিনন্দন জানাই এবং প্রার্থনা করি যেন, তিনি তাঁর দায়িত্ব উত্তম মেষপালক যিশুর আদর্শে, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশকে পবিত্রীকরণ, শিক্ষাদান ও পরিচালনা সেবাকাজে, ঈশ্বরের প্রচুর সহায়তা ও আশীর্বাদ লাভ করতে পারেন।

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের প্রথম ধর্মপাল হিসেবে নিয়োগ ছিল (১৯৯০-১৯৯৫) আমার জন্য ঈশ্বরের একটি আহ্বান। এ আহ্বান একদিকে বিস্ময়কর, অস্বস্তিকর এবং সান্ত্বনাদায়ক। এই আহ্বানটি স্মরণ করিয়ে দেয় পিতরের প্রতি যিশুর আহ্বান: “যোনার পুত্র শিমন, তুমি আমাকে ভালবাস? ... আমার মেষদের দেখাশুনা কর।” (যোহন ২১:১৭) “মিলন সাধনায় মগ্ন অন্তরে” মটোটি নিয়ে যাত্রা শুরু। ধর্মপালরূপে পাঁচ বছর ধরে জনগণকে জানা, মঙ্গলবাণী প্রচার এবং এবং মণ্ডলীকে সংগঠিত করাই ছিলো আমার বিশেষ সেবাকাজ।

চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশে (১৯৯৫-২০১০) ১৫ বছর সেবাকাজ করার সময়ে মঙ্গলসমাচারের যে বাণী সর্বদা প্রেরণা যুগিয়েছে তা হল: “প্রভুর আত্মা আমার ওপর অধিষ্ঠিত, তিনি আমাকে করেছেন অভিষিক্ত; তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন মঙ্গলবার্তা প্রচার করতে ... প্রভুর অনুগ্রহদানের বর্ষকাল ঘোষণা করতে” *(লুক ৪:১৮-১৯)*। ঐশবাণী ঘোষণা; আন্তধর্মীয় ও আন্তমাণ্ডলিক সম্পর্ক ও

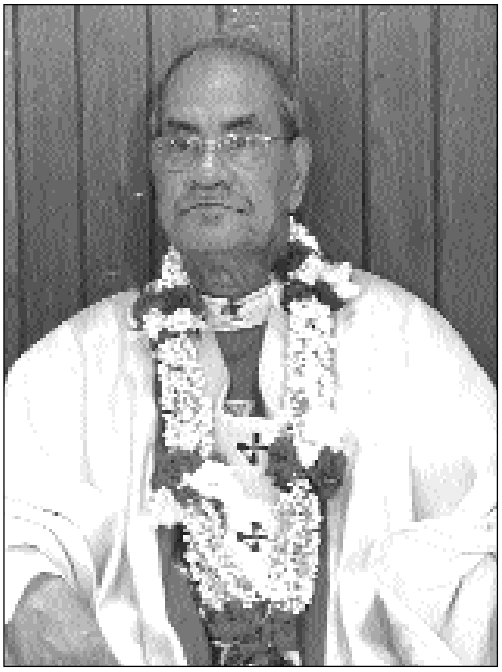

সংলাপ; বিভিন্ন কৃষ্টির মানুষের কাছে মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধ পৌঁছে দেওয়া, “কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা” অনুসারে যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনগণের শিক্ষা ও গঠন দেওয়া এবং পরিবার ও মৌলিক সমাজকে লক্ষ্য করে সর্বস্তরে পালকীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ছিলো মূল সেবাকাজ।

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ হিসেবে সেবাকাজ *(২০১১-২০২০)* : বিগত দশ বছরে প্রেরণার বাণী ছিলো: যিশুর যাজকীয় প্রার্থনা: “তারা যেন এক হয় *(যোহন ১৭:১১)*: এটাই মিলন, পবিত্রতা, ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ। সেবাকারী যাজকের সংস্কারীয় মর্যাদা নিয়ে পালক হওয়া; মিলন ও একতার পালক হওয়ার আহ্বান। বিশেষ সেবাকাজ ছিলো নতুন প্রক্রিয়ায় মণ্ডলী হওয়া যে-মণ্ডলী হবে মিলনসমাজ (Communion), ঐশরিক ও জাগতিকতার মিলন-রহস্য (Mystery) ও মিলন-সেবাকাজে প্রেরিত (Mission) মণ্ডলীস্বরূপ। মণ্ডলীকে মিলনসমাজরূপে গঠন করা, বিশেষ করে **(১)** যিশুর সঙ্গে মিলন, **(২)** “তারা যেন এক হয়” এই পবিত্র আহ্বানে মিলন, **(৩)** পারিবারিক, যাজকীয় ও সন্ন্যাসব্রতী জীবনের আহ্বানে মিলন, **(৪)** মণ্ডলীর প্রশাসনিক ও আত্মিক অনুগ্রহদানের মধ্যে মিলন, **(৫)** দীক্ষাস্নাত সকল ব্যক্তির পবিত্রীকরণ, শিক্ষাদান ও পরিচালনা এই ত্রিবিধ কর্মদায়িত্বের মধ্যে মিলন।

**ঢাকা ধর্মপ্রদেশে আমার সেবাকাজের আনন্দময় অভিজ্ঞতা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা:**

**(ক)** মিলনসমাজরূপে মণ্ডলীকে অভিজ্ঞতা করা ছিলো ব্যক্তিগত স্বপ্ন পূরণের একটি সন্তুষ্টি। **(খ)** মণ্ডলী যে আত্ম-জ্ঞান লাভে সঠিক পথে বিচরণ করছে, তা দেখে আনন্দিত। **(গ)** মণ্ডলীতে পবিত্র আত্মার পরিচালনিক দান এবং উৎসর্গীকৃত জীবনের ক্যারিজম্যাটিক দানসমূহে আর্চডাইয়োসিস যে অনেক সমৃদ্ধ তা অভিজ্ঞতায় আনন্দ অনুভব করেছি। **(ঘ)** তাছাড়া মহাধর্মপ্রদেশে যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনগণের মধ্যে আছে ব্যক্তিগত বহু প্রশংসনীয় আত্মিক শক্তি যা মণ্ডলীর জন্য পবিত্র আত্মা দান করেছেন। মণ্ডলীর পরিচালনার দায়িত্ব পালনে সেই দানসমূহের ব্যবহারে আনন্দ পেয়েছি। **(ঙ)** ভবিষ্যতে মণ্ডলীর মধ্যে ভক্তজন, উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতী ও যাজকদের মধ্যে মিলন আরও গভীর হবে সেই ভাবনা ও প্রত্যাশায় আমি আনন্দিত। **(চ)** আনন্দময় প্রত্যাশায় থাকি যে, ভক্তজন ও তাদের নেতৃবৃন্দ সুযোগ পাবে ও সুযোগ গ্রহণ করবে নিজেদেরকে খ্রিস্টীয় জীবন ও মূল্যবোধে গঠন করতে, যেন তারা মনে ও আত্মায়, কর্মকাণ্ডে ও সাক্ষ্যদানে “সিদ্ধগণের সমবায়ে” সুযোগ্য স্থান করে

নিতে পারে। **(ছ)** পরিশেষে, সকলের ভালোবাসা ও সমর্থনে, সহৃদয়তা ও সহায়তায়, পরিচালনে ও পরামর্শে আপনাদের একাত্মতা অনুভব করেছি; আপনাদের প্রার্থনা ও শুভকামনায় স্মরণে আমি ছিলাম সর্বদা। সর্বোপরি, একই যাজকত্বের মিলনে আমরা অনুভব করেছি সংঘবদ্ধতা।

আপনাদের সাথে একাত্ম হয়ে আমিও উপলব্ধি করছি বিগত বছরগুলোতে ঈশ্বরের ভালোবাসা, যত্ন ও পরিচালনা; আমরা সবাই অনেক আশীর্বাদ পেয়েছি তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। ব্যক্তিগতভাবে আমি অতীত ও বর্তমানের পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়দের নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁরা আমাকে ভালোবেসেছেন, আস্থা রেখে বিগত ত্রিশ বছরে তিনটি ধর্মপ্রদেশের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এবং দায়িত্ব পালনে তাঁরা সরাসরি এবং তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সহায়তা করেছেন। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি অতীত ও বর্তমান আমাদের দেশের ভ্রাতা-বিশপদের। তাদের সঙ্গে সহযাত্রায় উপলব্ধি করেছি বাংলাদেশ বিশপ সম্মিলনীর সংঘবদ্ধ জীবন ও সেবাকাজের মিলনধারা।

বাংলাদেশের অতীত ও বর্তমান মহামান্য রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীবর্গ এবং সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, যাদের সশ্রদ্ধ সম্মান, সমর্থন ও সহায়তা পেয়েছি, তাঁদেরকেও কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করি। অন্য ধর্মাবলম্বী ভাইবোনদের কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ। তাদের সহায়তা ও সমর্থনে মানবিক ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধিতে এবং মিলন ও ঐক্য প্রতিষ্ঠায় অনেক প্রেরণা লাভ করেছি। আমি স্মরণ করি, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতবৃন্দকে; তাঁরা অনেকে মণ্ডলীকে সাহায্য করেছেন, তাদের কাছে বাংলাদেশ জাতির সঠিক পরিচয় তুলে ধরতে পারায় আমি গর্বিত। আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই অন্যান্য খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ভক্তদের ও পরিচালকবৃন্দকে। "তারা যেন এক হয়" যিশুর এই আদেশে একসঙ্গে কাজ করার জন্য তাদের কাছ থেকে অনেক অবদান পেয়েছি, সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছি এবং অনেক আস্থাভাজন হয়ে সহ-নেতৃত্বদানে সুযোগ পেয়েছি।

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের বিশপগণ, সকল যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনগণের কাছ থেকে পেয়েছি অনেক ভালবাসা ও সমর্থন, সেবা ও সহযোগিতা, প্রার্থনা ও শুভ কামনা এবং উপাসনা-অনুষ্ঠানে মিলন ও একাত্মতা। ধর্মপ্রদেশকে মিলন-সমাজরূপে গঠনকাজে আমরা সবাই উদ্যোগী ও অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলাম। "মিলন সাধনায় মগ্ন অন্তর" নিয়ে পথ চলেছি; মিলন-সমাজের তৃপ্তির আনন্দে আমি আজ আনন্দিত। এই আনন্দ মঙ্গলসমাচারের আনন্দ বলেই অনুভব করছি।

পবিত্র আত্মায় অভিষিক্ত পালক হিসেবে, পবিত্রীকরণ, শিক্ষাদান ও পরিচালনার সেবাকাজে উপলব্ধি করেছি পবিত্র আত্মার দান ও আত্মিক শক্তি। সাধু পলের কথা অনুসারে: "যা-কিছু সত্য, যা-কিছু শ্রদ্ধার যোগ্য, যা-কিছু ধর্মসম্মত, যা-কিছু পুণ্য-পবিত্র, যা-কিছু ভালোবাসার যোগ্য, যা-কিছু শোভন ও সুন্দর যার মধ্যে কিছু সদ্‌গুণ আছে, প্রশংসা করার মতো কিছু আছে" তা সবই পবিত্র আত্মার ফসল। তাই আজ আপনাদের সাথে এক হয়ে প্রভুর আত্মার প্রশংসা করি। আর আমার পালকীয় দায়িত্ব পালনে যা-কিছু অশুভ, অসুন্দর, অপবিত্র, অশোভন, অপ্রেম বলে প্রতিভাত হয়েছে তা হয়তো পবিত্র আত্মার নির্দেশের প্রতি আমার অমনোযোগিতা। এসব অপরাধের জন্য ঈশ্বরের নিকট ও মণ্ডলীর ভাইবোনেরা, আপনাদের নিকট অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

আপনাদের প্রার্থনা কামনা করে জীবনের সর্বশেষ নতুন একটি ধাপে প্রবেশ করছি॥ ❑


## নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড

**স্থাপিত: ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দ, রেজি. নং. ৭১/৯৮, ক-৪৭/১, নদ্দা, গুলশান, ঢাকা-১২১২**

## "নির্বাচন - ২০২১" সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:**-এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২৯/১১/২০২০ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটির ৩২তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক **আগামী ১২/০২/২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ: শুক্রবার, স্থান: ডি' মাজেনড্ ক্যাথলিক গির্জা, নয়ানগর, বারিধারা, গুলশান, ঢাকা-১২১২, সময়: সকাল ৮:০০ হতে বিকাল ৪:০০ পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্নভাবে অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনা কমিটি, ক্রেডিট কমিটি ও সুপারভাইজরী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে**। উক্ত নির্বাচনের পূর্বে সকল সদস্য-সদস্যাদের নিজ-নিজ আইডিকার্ড (পরিচয় পত্র) সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

"নির্বাচন-২০২১" সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

**ধন্যবাদান্তে –**

**শুভজিৎ সাংমা**
সম্পাদক
ব্যবস্থাপনা কমিটি

বিপ্র/২৩৬/২০

# ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের নতুন মেষপালক আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই

এই প্রবন্ধটি আর্চবিশপীয় অধিষ্ঠান ও কৃতজ্ঞতা স্মরণিকায় প্রকাশিত ফাদার অজিত কস্তার 'আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের নতুন মেষপালক' এবং ফাদার সুধীর গমেজ ওএমআই -এর 'আমার দেখা আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই' - লেখা থেকে নিয়ে অনুলিখন করা হয়েছে।

**শুরুর কথা :** সবুজ ছায়ায় ঘেরা, আঁকা-বাঁকা মেঠো পথ, স্রোতস্বীনি ইছামতী নদী, ঢাকা জেলার অন্তর্গত তুইতাল গ্রামে ঈশ্বরের পরিকল্পায় ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি বিজয় এন ডি'ক্রুজ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা লরেন্স ডি'ক্রুজ ও মাতা মেরী ডি'ক্রুজ। পাঁচ ভাই ও তিন বোনের মধ্যে তার স্থান তৃতীয়। ছোট বিজয়ের কিছু বছর তুইতাল গ্রামে থাকার সৌভাগ্য হয়। গোল্লা ধর্মপল্লীর অন্তর্গত ছোটগোল্লা গ্রামে তাঁর বাবার ক্রয়কৃত জায়গায় ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে নতুন বাড়ি করার সুবাদে তারা সেখানে চলে আসেন। এখানেই হয় তার স্থায়ী নিবাস। এ গ্রামেই তিনি বেড়ে উঠেন ও পরিচিতি লাভ করেন।

**শিক্ষা পর্ব:** "যিশু প্রজ্ঞায় ও বয়সে, এবং ঈশ্বর ও মানুষের সামনে অনুগ্রহে বেড়ে উঠতে লাগলেন" *(লুক ২: ৫২)*। পিতা-মাতা-ভাই-বোনের আদর-যত্ন, স্নেহ-মায়া-মমতা, শাসন, লালন-পালনে শিশু অবস্থায় বাড়িতে থেকেই মানবিক গুণাবলীতে ও বিশ্বাসের মূল্যবোধে আর্চবিশপ বিজয় বেড়ে ওঠেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর মনে যাজক হবার বাসনা জাগে। পাল-পুরোহিত শহীদ ফাদার ইভান্স, সিএসসি-এর সান্নিধ্যে এসে তাঁর এ বাসনা সময়ের বিবর্তনে গভীরতা লাভ করতে থাকে। ফাদারের প্রার্থনাময় ও সাধারণ জীবন-যাপন ও মানুষকে আপন করে নেবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছোট বিজয়কে বেশ আকৃষ্ট করে। সেন্ট লরেন্স বিদ্যালয় থেকে তিনি প্রাথমিক স্তরের পড়াশুনা শেষ করেন। বান্দুরা হলি ক্রস স্কুল থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পড়াশুনা করেন। এখান থেকেই ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। স্বনামধন্য নটর ডেম কলেজ থেকে আইএ এবং বিএ পাশ করেন। অবলেট স্কলাস্টিকরূপে তিনি পবিত্র আত্মার উচ্চতর সেমিনারীতে দর্শন ও ঐশতত্ত্ব পড়াশুনা করেন। যাজক হবার পর উচ্চতর পড়াশুনা করার জন্য বাংলাদেশ অবলেট ডেলিগেশনের কর্তৃপক্ষ তাঁকে রোমে পাঠায়। ১৯৯০-১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে রোমে গ্রেগরীয়ান বিশ্ববিদ্যালয় হতে ঐশতত্ত্বে লাইসেন্সিয়েট ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৯৬-১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ একই বিশ্ববিদ্যালয় হতে উক্ত বিষয়ের উপর পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন।

**যাজকীয় গঠন ও অভিষেক পর্ব:** প্রভুর যাজক হবার প্রত্যাশা নিয়ে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে তিনি ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারী, বান্দুরাতে প্রবেশ করেন। ১৯৭০-১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তরের পড়াশুনার সাথে-সাথে, কিশোর বিজয় পরিচালকদের সহায়তায় ও ভাই সেমিনারীয়ানদের সাহচার্যে নিজেকে গঠন করার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। সফলভাবে সেমিনারীর এ ধাপ শেষ করে তিনি চলে আসেন সাধু যোসেফের সেমিনারীতে, রমনা, ঢাকা। ১৯৭৪-১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ এ সেমিনারীতে থেকেই তিনি আরও দৃঢ়ভাবে নিজেকে গঠন করার সুযোগ পান। এ গঠনকালীন সময়েই তিনি মিশনারী ব্রতধারী যাজক হবার নতুন ডাক শুনতে পান। তাই বিএ পড়াশুনা শেষ করার পর ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে মিশনারী অবলেটস্ অফ মেরী ইম্মাকুলেট সংঘে একজন স্কলাস্টিক হিসাবে যোগদান করেন। ডি মাজেনড্ স্কলাস্টিকেট গঠন গৃহ, বারিধারা, ঢাকাতে থেকে পবিত্র আত্মার উচ্চ সেমিনারীতে পড়াশুনার সাথে-সাথে তিনি মিশনারী ব্রতধারী যাজকীয় গঠন পান। গঠন লাভের এ চলমান প্রক্রিয়ায় ১৯৮২-১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ তিনি শ্রীলংকাতে নভিসিয়েট করেন। এ সময় ধ্যান, প্রার্থনা, অবলেট সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সাধু ইউজিনের ক্যারিজম ও সংঘ সম্পর্কে ধারণা লাভের সাথে-সাথে সন্ন্যাসজীবনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন। ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে কৌমার্য, দরিদ্রতা, বাধ্যতা ও অধ্যবসায় ব্রত উচ্চারণের মধ্যদিয়ে অবলেট সংঘে প্রথম ব্রত গ্রহণ করেন। দীর্ঘ তিন বছর ঐকান্তিক সাধনার পর ১ নভেম্বর ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ চিরব্রত গ্রহণ করেন। যাজক হবার প্রত্যাশা ও সাধনা পূরণের ধারাবাহিকতায় ২ নভেম্বর ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের পালক মাইকেল রোজারিও-

এর হাতে ডিকন পদে অভিষিক্ত হন। মুগাইপাড় ধর্মপল্লীতে ডিকন হিসাবে সেবাদান করেন। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ গোল্লা ধর্মপল্লীতে বহু ভক্তজন ও যাজকদের উপস্থিতিতে ডিকন বিজয় মহামান্য আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও কর্তৃক যাজকপদে অভিষিক্ত হন। অভিষেকের পরের দিন ফাদার বিজয় ডি'ক্রুজ প্রথম ও ধন্যবাদের খ্রিস্টযজ্ঞ অর্পণ করেন।

**পালকীয় যত্ন ও সেবাপর্ব:** যাজকাভিষেকের পর ১৯৮৭-১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি লক্ষীপুর ও মুগাইপাড় ধর্মপল্লীতে বিভিন্ন সময় সহকারী ও পাল-পুরোহিতরূপে পালকীয় ও শিক্ষা সেবাদান করেছেন। অবলেট জুনিয়রেট ও স্কলাস্টিকেটের পরিচালক হিসেবে গঠনকাজে ব্যাপৃত থাকেন ১৯৯৩-১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ ও ২০০০-২০০১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এরমাঝে পবিত্র আত্মার উচ্চ সেমিনারীতে অধ্যাপনা ও অবলেট ডেলিগেশন অফ বাংলাদেশের সুপিরিয়র হিসাবে দায়িত্বও দক্ষতার সাথে পালন করেছেন। ২০০৫-২০১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খুলনা ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল হিসাবে তাঁর ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। ২০১১-২০২০

খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নবগঠিত সিলেট ধর্মপ্রদেশের ধর্মপালরূপে এর সার্বিক উন্নয়ন ও ভক্তজনগণের বিশ্বাসের ভিত রচনায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। খুলনা ও সিলেটের অভিজ্ঞতা নিয়ে আর্চবিশপ বিজয় ডি'ক্রুজ ওএমআই পবিত্র আত্মার শক্তিতে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশকে পরিচালিত করবেন সত্য, আলো ও একতার পথে। যিশুর পথে এগিয়ে চলতে তিনি হবেন বিশ্বাসীবর্গের অগ্রনায়ক। সাধু পলের মতো আর্চবিশপ বিজয়ও যিশুকে পেয়েই আনন্দিত হতে চান। আর তার স্পষ্টতা দেখি তার কোট অব আর্মসে;

**পালকীয় লগোর সুমন্ত্রণার ব্যাখ্যা:** আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, তাঁর 'মাইটার' বা 'বিশপীয় টুপিতে' যে চিহ্নগুলো ব্যবহার করেছেন ও যে মন্ত্র মেষপালকরূপে সাধনার জন্য গ্রহণ করেছেন, ধ্যান-প্রার্থনা, পালকীয় সেবা ও জীবন-সাধনায় ত্রিবিধ দায়িত্ব তথা প্রাবক্তিক (মঙ্গলবাণী ঘোষণা), যাজকীয় (যজ্ঞনিবেদন) ও রাজকীয় (প্রশাসনিক ও বিশ্বাসের শিক্ষা) এর মধ্যদিয়ে সাক্ষ্য বহন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। "প্রভুই আমার আনন্দ" এ মন্ত্রের অর্থ হলো যিশুকে ঘিরেই, পালকীয় সেবাদানেই, ভক্তজনগণের সাথে পথচলার মধ্যদিয়েই তিনি জীবনের আনন্দ খুঁজে পান। লগোতে আছে: ক) 'খ্রিস্টপ্রসাদ ও যিশুর হৃদয়'-এর অর্থ খ্রিস্টপ্রসাদ ও যীশুর হৃদয় হলো সকল আনন্দ ও কষ্ট নিরাময়ের ঝর্ণাধারা, খ) শাপলা ফুল-বাংলাদেশের জাতীয় ফুল। এর অর্থ তিনি দেশ, মাটি, প্রকৃতি ও সবধর্মের মানুষকে অকৃত্রিমভাবে ভালোবাসেন, গ) অবলেট ক্রুশ এর অর্থ 'ক্রুশবিদ্ধ যিশুর প্রতি' আকুল প্রেম, একজন অবলেট হিসাবে তিনি এ মন্ত্রণায় দীক্ষিত হয়েছেন। তাই শত যন্ত্রণা ও কষ্টেও, 'ক্রুশবিদ্ধ প্রভুই' তাঁর আনন্দ, এবং ঘ) ঢাকা মহার্ধপ্রদেশের প্রতীক হিসেবে আছে নদী, নদী বিধৌত পলল গঠিত উর্বর ভূমি, বনভূমি এবং একটি ঐতিহ্যবাহী পুরনো গির্জাঘর। যা ঢাকা মহার্ধপ্রদেশের চারটি এলাকার অনুষঙ্গ ও চিত্রকল্প। এখানে বসবাসকারী ঐতিহ্যবাহী খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মধ্যে পালকীয় সেবাদানের চারণভূমিতে খ্রিস্টীয় জীবন ও আদর্শ সহভাগিতা করে প্রভুতেই আনন্দ খুঁজে পান তিনি।

**শেষকথা:** ইতোমধ্যেই আদর্শ মেষপালক বলে বিবেচিত হওয়া আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ একজন ভালো ও সুন্দর মনের মানুষ। উনার সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে 'ভালোবাসা'। তিনি তার মেষদের অর্থাৎ তার জনগণকে অনেক ভালোবেসেছেন, তাদের যত্ন নিয়েছেন, বিপদে আগলে রেখেছেন, সঠিক পথে পরিচালনা করেছেন। তার মেষরাও তাকে অনেক ভালোবাসতো, তার কণ্ঠস্বর চিনতো। সমন্বিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী আর্চবিশপ বিজয় নীতিতে অটল, আদর্শবান, সৎ, সুবিবেচক, বিচক্ষণ, সংযমী, অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে তৎপর এবং একজন সংস্কারকও বটে। নিজের স্বার্থের জন্য তিনি কোন কিছুই করেননি কখনো। তার জনগণের মঙ্গলের জন্য অনেক পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকার করেন তিনি; যে কোন প্রকার আত্মত্যাগের জন্য তিনি সর্বদা প্রস্তুত। শান্তি, সংলাপ ও সম্প্রীতিতে দৃঢ়বিশ্বাসী মানুষকে মূল্য ও সম্মান দান করে আনন্দ পান তিনি। আর তাইতো দরিদ্র, প্রতিবন্ধী, পথশিশু ও কারারুদ্ধদের যত্নে তার রয়েছে বিশেষ দরদবোধ। শিক্ষানুরাগী আর্চবিশপ বিজয় স্বাবলম্বীতা অর্জনের লক্ষ্যে খুলনা ও সিলেট ধর্মপ্রদেশে যে আলো ছড়িয়েছেন তার বিচ্ছুরণ ঘটুক ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশে। ঢাকার মেষপালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের সময় সকলকে নিয়ে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মিলনসমাজ গড়ার যে আহ্বান রেখেছেন তাতে তাদের নতুন পালককে নিয়ে পালের মেষসকল আশান্বিত ও আমোদিত। নতুন পালকের পরিচালনে মেষেরাও জীবন জলের দিকে চালিত হবে॥ ❑

## আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ, ওএমআই-এর জীবন বৃত্তান্ত

| | | |
|---|---|---|
| **জন্ম ও জন্মস্থান** | : | ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ<br>পুরান তুইতাল, ধর্মপল্লী-তুইতাল। |
| **পিতা ও মাতা** | : | লরেন্স ডি'ক্রুজ ও মেরী ডি'ক্রুজ। |
| **নিবাস পরিবর্তন** | : | ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ তুইতাল থেকে ছোট গোল্লা গ্রামে, ধর্মপল্লী-গোল্লা। |
| **প্রাথমিক শিক্ষা** | : | সেন্ট লরেন্স প্রাইমারী স্কুল, গোল্লা। |
| **মাধ্যমিক শিক্ষা** | : | হলি ক্রস হাইস্কুল, বান্দুরা। |
| **মাইনর সেমিনারী** | : | ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারী, বান্দুরা,<br>১৯৭১-১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ |
| **কলেজ জীবন** | : | নটরডেম কলেজ, ঢাকা<br>১৯৭৪-১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ |
| **নভিসিয়েট জীবন** | : | ১৯৮২-১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ শ্রীলংকা |
| **প্রথম ব্রত গ্রহণ** | : | ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ শ্রীলংকা |
| **উচ্চ সেমিনারী** | : | দর্শন ও ঐশতত্ত্ব ১৯৮৪-১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ |
| **চিরব্রত গ্রহণ** | : | ১ নভেম্বর, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ |
| **ডিকন** | : | ২ নভেম্বর ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ |
| **যাজকীয় অভিষেক** | : | ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ<br>গোল্লা ধর্মপল্লী। |
| **পালকীয় কর্মক্ষেত্র** | : | সহকারী পাল-পুরোহিত, লক্ষীপুর<br>ও মুগাইপাড় ধর্মপল্লী, ১৯৮৭-১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ |
| **উচ্চশিক্ষা গ্রহণ** | : | ঐশতত্ত্বে ডক্টরেট-গ্রেগরীয়ান বিশ্ববিদ্যালয়,<br>রোম, ১৯৯৬-১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ |
| **পরিচালক** | : | অবলেট জুনিওরেট, ঢাকা<br>১৯৯৯-২০০০ খ্রিস্টাব্দ |
| **সুপিরিয়র** | : | ডি মাজেনড্ স্কলাস্টিকেট, ঢাকা, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ |
| **ডেলিগেশন সুপিরিয়র** | : | অবলেট ডেলিগেশন বাংলাদেশ, ২০০১-২০০৫ খ্রিস্টাব্দ |
| **বিশপীয় নাম ঘোষণা** | : | খুলনা ধর্মপ্রদেশ বিশপ নিযুক্ত, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ |
| **নতুন বিশপীয় দায়িত্ব** | : | নব ঘোষিত সিলেট ধর্মপ্রদেশের বিশপ নিযুক্ত,<br>৮ জুলাই, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ |
| **অধিষ্ঠান অনুষ্ঠান** | : | সিলেট ধর্মপ্রদেশের বিশপ পদে অধিষ্ঠান<br>অনুষ্ঠান ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ |
| **আর্চবিশপীয় ঘোষণা** | : | ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ<br>৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ |
| **অধিষ্ঠান অনুষ্ঠান** | : | ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ পদে<br>অধিষ্ঠান ২৭ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ |

# মণ্ডলীতে ভক্তজনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতভাবে রক্ষা করবো

## আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই

### সাক্ষাৎকার নিয়েছেন : সুমন কোড়াইয়া

***আপনার শৈশব সম্পর্কে কিছু বলুন? ঈশ্বরের কাজে মণ্ডলীতে নিজেকে উৎসর্গ করবেন এই আহ্বানটা কীভাবে অনুভব করলেন?***

**আর্চবিশপ বিজয়:** আমার জন্ম পুরান তুইতালে। আমার বয়স যখন ছয় সাত বছর তখন আমার মা-বাবা গোল্লা ধর্মপল্লীতে বাড়ি কিনে সেখানে চলে আসেন। তুইতালে প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হই। গোল্লা চলে আসার পর বান্দুরা হলি ক্রস হাইস্কুলে ভর্তি হই। বান্দুরাতে পড়ার সময়ই আমি ধর্মীয় আহ্বান আবিষ্কার করি। সেখানে পড়াতেন সিস্টার এ্যানিষ্টিন। উনি শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করতেন: 'তোমরা কে কে সেমিনারীতে যাবে?' আমার বড়ো ভাই রবিন ডি'ক্রুশও সেমিনারীতে ছিলেন। আমার ধর্মপল্লীতে সুন্দর-সুন্দর মানুষদের সান্নিধ্যে এসেছি। যেমন ফাদার উইলিয়াম ইভান্স সিএসসি, যিনি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধে নৌকায় পাকসেনারা হত্যা করেছিল। তিনি ধর্মপল্লীর মানুষদের জন্য খুব চিন্তা করতেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় যখন তিনি শুনলেন যে, পাকসেনারা আসছেন, তখন তিনি ক্যাসাক পরে বাইসাইকেলে চড়ে গ্রামে-গ্রামে রাউন্ড দিতেন। দেখতেন পাকসেনারা আসছে কিনা। ফাদার ইভান্সের পবিত্রতা, সুন্দর জীবন, সেবাকাজ আমাকে ধর্মীয় জীবনে প্রবেশ করতে অনেক আকৃষ্ট করেছে। তার ব্যক্তিগত ভালোবাসা আমাদের সেমিনারীয়ানদের প্রতি ছিলো। তার খ্রিস্টযাগে আমরা বেদিসেবক হতাম। তাকে খুব কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিলো আমার। এছাড়া বান্দুরা হলি ক্রস স্কুলে গিয়ে আমি দেখি কয়েকজন হলি ক্রস ব্রাদারদের। তাদের জীবনাদর্শ আমাকে আকৃষ্ট করে। তখন মনে হয়েছিলো আমি ব্রাদার হয়ে যাবো! এভাবে আমি ধর্মীয় জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হই। এছাড়া আমার বাবা সৌদি থাকতেন। সেখানে কাজ করার ফলে তিনি সারা বছর খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতে পারতেন না। তিনি দেশে আসলে একটা খ্রিস্টযাগও বাদ দিতেন না। ভক্তিপুষ্পের প্রার্থনা তার সব মুখস্ত ছিলো। তার সাথে সব সময় রোজারিমালা ছিলো। আমি দেখেছি তার মধ্যে ধর্মের ও আধ্যাত্মিকতার জন্য কত ক্ষুধা। আমার মা যতদিন পেরেছেন প্রতিদিন সকালে গির্জায় গিয়েছেন। পরে তাকে স্বাস্থ্যগত কারণে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি বাসায় প্রার্থনা করতেন। আমার মা-বাবা ধার্মিক ছিলেন। খ্রিস্টীয় সমাজের কোন ছেলে সেমিনারীতে থাকলে সে যেন সবার সন্তান হয়ে ওঠে। তাঁর প্রতি সকলের ভালোবাসা ও সমর্থন থাকে। সেগুলো আমাকে অনেক অনুপ্রাণিত করেছে।

***সেমিনারীতে আপনি যখন গঠন পেয়েছেন, সেই সম্পর্কে কিছু বলুন?***

**আর্চবিশপ বিজয়:** আমি প্রথম ছিলাম বান্দুরা সেমিনারীতে। বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর সেমিনারীতে নিয়মানুবর্তী হতে শিখি। আমদের সময় সেমিনারীতে খুব কড়া নিয়ম ছিলো। কোন কিছুতে বিলম্ব করা যেতো না। যে সমস্ত দায়িত্ব ছিলো সেগুলো সুন্দরভাবে পালন করতে হতো। এর মধ্যদিয়ে আমরা সেবা করতে শিখেছি। পড়াশুনার জন্য প্রবল চাপ ছিলো। মনে পড়ে, আমার প্রথম রেক্টর ছিলেন ফাদার উর্বাণ কোড়াইয়া; তিনি ব্যক্তি হিসেবে খুব ধার্মিক ও সহজ-সরল ছিলেন। তিনি সেমিনারীতে পুরোহিত হাবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল করেছেন ও গড়ে দিয়েছে। তাঁর সাথে সবার সুন্দর একটা সম্পর্ক ছিলো। সেমিনারীতে গিয়ে ভাওয়াল এলাকার সেমিনারীয়ানদের সাথে দেখা হয়। তাদের সাথে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যেতাম। এভাবে যেন আমার চোখ আরো খুলে যায়। ময়মনসিংহ, ভাওয়াল এলাকার সেমিনারীয়ানরা আমার বন্ধু হয়ে ওঠে। বিভিন্ন এলাকার মানুষ থাকায় সেমিনারী সর্বজনীন একটা ভাব গড়ে দেয়। এটা সুন্দর একটা বিষয় ছিলো।

***আপনি যেদিন পুরোহিত হলেন, সে দিন আপনার অনুভূতি কেমন ছিলো? যখন আপনি ফাদার হলেন মণ্ডলীর কোন দিকটিতে তখন আপনাদের সব চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হতো?***

**আর্চবিশপ বিজয়:** আমি ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে ২০ ফেব্রুয়ারি গোল্লা ধর্মপল্লীতে আমার যাজকাভিষেক অনুষ্ঠান হয় তৎকালীন আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও-এর দ্বারা। যিশুর নামে মণ্ডলীর মধ্যদিয়ে আমি যখন ফাদার হই, তখন আমার অনেক আনন্দ হয়। যেন আমি বড়ো কিছু একটা জয় করে ফেলেছি। আমার মা খুব খুশী হন। তিনি আমার জন্য অনেক প্রার্থনা করেছি যেন আমি ফাদার হতে পারি। তিনিও খুব খুশী হন। ফাদার হয়ে আমার উপলব্ধি যে আমি অনেক মানুষের জীবনকে স্পর্শ করতে পারবো। অবলেট পুরোহিত হিসেবে আমাদের একটা দিক ছিলো বিশেষত, সিলেটে আমরা আরো বেশি জাতি-গোষ্ঠীর সাথে মিশি, তাদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করি। জনগণকে প্রভুর কাছে নিয়ে যাই। এরকম একটা ভাব যে আমরা সর্বশক্তি দিয়ে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করবো। তারপর হলো যে, আমার পুরোহিত জীবনের প্রথমদিকে অবলেটদের ক্যারিজম অনুসারে দরিদ্রদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন। ফাদার হিসেবে বিভিন্নজনের নিকট হতে টাকা নিয়ে ছোট-ছোট কাজ করেছি। যেমন ফাদার হিসেবে সিলেটের লক্ষ্মীপুর ধর্মপল্লীতে থাকাকালে বড়দিন-ইস্টারে আমি সবসময় জনগণের সাথে দুপুরের আহার করতাম। এটা আমাকে অনেক আনন্দ দিতো। চা বাগানের মানুষ অনেক গরিব। তাদের আমি বলতাম, তোমরা চাল ডাল দিবে, আমি দিবো মাংস। তারা রাজি হতো। এভাবে জনগণের নিকট হতে আমি যে পরিমাণ ভালোবাসা পেয়েছি, সেজন্য আমি ওদের নিকট ঋণী। দরিদ্রদের ভালোবাসা অনেক মূল্যবান। অনেক গভীর ভালোবাসা ওদের। যে স্বাদ না পায় সে বুঝতে পারবে না। ছোট খাটো কাজ যেমন খাদ্য, বস্ত্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা করেছি। বিনিময়ে তাদের অকৃত্রিম ভালোবাসা পেয়েছি।

***প্রথম আপনি বিশপ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন খুলনায়, পরে সিলেটে। এই দুই অঞ্চলে কাজ করতে গিয়ে কী ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন আপনাকে হতে হয়েছে? সেসব জয় করার অভিজ্ঞতা যদি বলেন?***

**আর্চবিশপ বিজয়:** খুলনা বাঙালি ধর্মপ্রদেশ। কিছু সংখ্যক আদিবাসী আছে। এখানে ৩৫ ভাগ ঋষি সম্প্রদায় আছে। তারা অনেক বেশি পিছয়ে পড়া জনগোষ্ঠী। তারা মানুষের নিকট অবহেলার পাত্র ও বঞ্চিত। ওদেরকে খুব ছোট করে দেখা হতো এক সময়। মানবিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত ছিলো। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে, ক্রমে তাঁরা শিক্ষিত হচ্ছেন। আমার একটা কষ্ট ছিলো যে বাঙালি খ্রিস্টানরা ঋষিদের একটু ছোট চোখে দেখতো। আমি চেষ্টা করেছি এই দুটি জাতির মধ্যে মিলন ঘটাতে। তাদের শিক্ষা দিয়েছি যে আমরা একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী ও আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রয়েছে। ঋষিদের জন্য ঘর নির্মাণ করে দিয়েছি। অন্যেরা সেটা পছন্দ করেনি। আমি মনে করি যিশু যদি থাকতেন তাহলে ঋষিদের জন্য কাজ করতেন। মানবীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকলে তাদের মধ্যে কিছু খারাপ অভ্যাস গড়ে ওঠে। ঋষিদের খারাপ জীবনাচরণের জন্য অন্যরা তাদের পছন্দ করতো না। সেগুলো বাদ দেওয়ার জন্য আমার পূর্ববর্তী বিশপ যেমন চেষ্টা করেছেন, আমিও চেষ্টা করে গেছি। তাদের বলেছি, এগুলো খ্রিস্টীয় জীবনের সাথে যায় না। যেমন মদ্যপান বর্জন করতে হবে। এখন অনেকটা কমে গেছে। তবে পুরোপুরি যায়নি। ধর্মপ্রদেশে রয়েছে দরিদ্রতা। দরিদ্রতার বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়েছে। খুলনায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতো। সিডরের পর আমরা ধর্মপ্রদেশ হতে ভালো মানের তিনশত ঘর, জাভেরিয়ান ফাদাররা দুইশত ঘর দিয়েছেন। যেগুলো এখনো টিকে আছে। দরিদ্রতা থেকে যেন মানুষ উঠতে পারে আমরা তার জন্য কাজ করেছি। খুলনায় জাভেরিয়ান মিশ-নারি ফাদার মারিনো রিগন শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। একদিকে দরিদ্রতা, অন্যদিকে ঋষি সম্প্রদায়ের মধ্যে দলাদলি, ভাগাভাগি, তাদের খারাপ অভ্যাস। তবে আমাদের কাজের ফলে তাদের বিশ্বাস আরো গভীর হচ্ছে। সমস্যা কাটিয়ে উঠছে বলে আমি মনে করি।

অন্যদিকে সিলেটে রয়েছে ভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ। যেসমস্ত খাসিয়াদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো, বেশিরভাগ খাসিয়াদের জমির কাগজপত্র নাই। কিন্তু তারা যুগ-যুগ ধরে বসবাস করে আসছেন। সেজন্য তাদের

ওপর হঠাৎ হঠাৎ চাপ আসে। চাপ আসে বন বিভাগ থেকে। তারা বলে এটা তাদের এলাকা। কিন্তু বাংলাদেশ ইউএন-এতে যেহেতু সাইন করেছে, সেখানে তাদের থাকার অধিকার আছে। তাদের জিজ্ঞেস করা যাবে না যে তাদের কাগজপত্র আছে কিনা। কিন্তু বাংলাদেশে কেউ বুঝতে চায় না, না বুঝে বন বিভাগ, না বুঝে চা বাগান কর্তৃপক্ষ। তাঁরা শুধু বন দখল করার চেষ্টা করে। তাছাড়া আছে বাইরের লোকদের চাপ। বাঙালিরা দেখে আদিবাসীদের এত জমি। এই লোভে তারা খাসিয়াদের পান কাটে, পান চুরি করে ও গাছ চুরি করে। বন বিভাগ থেকে মিথ্যা মামলা করে। চা বাগানের বড়ো চাপ। আমি গির্জা করতে গেলেও চাপের সম্মুখীন হয়েছি। বন বিভাগ ও চা বাগান ইটের পাকা গির্জা করতে দিতে চায় না। সেখানকার লোকদের মিথ্যা মামলা, ভয়-ভীতি দেখায়। এখন কুলাউড়ায় কিছু বহিরাগতরা একটা পান জুম দখল করে বসে আছে। আমাদে ফাদার যোসেফ গমেজ ওএমআই, এর সহযোগিতায় আমরা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি যে তারা ভুয়া দলিল করে পান জুম দখল দখল করেছে। তারপর স্থানীয় জেলা প্রশাসক যিনি অনেক ভালো মানুষ তিনি আদেশ দিয়েছেন যেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার নিয়ে বহিরাগতদের বের করে দেওয়া হয়। কিন্তু সব সময় সতর্ক থাকতে হয়। একটার পর একটা মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়। সিলেটে বিশ হাজার কাথলিকের মধ্যে কমপক্ষে দশ হাজার জনগণ চা বাগানের হবে। চা বাগান জনগোষ্ঠীর মানবীয় অধিকার কেড়ে নিয়েছে চা বাগান কর্তৃপক্ষ। সেজন্য তারা যেন কৃতদাস শ্রমিক হয়ে গেছে। তারা জনপ্রতি মাত্র ১০৩ টাকা বেতন পায়। এই সামান্য টাকা দিয়ে পরিবার নির্বাহের জন্য কিছু হয় না। কিন্তু চা তো লাভজনক একটা পণ্য। এটার দেশ ও বিদেশে রয়েছে বড়ো বাজার। কিন্তু চা জনগোষ্ঠীর ভাগ্যের উন্নতি হচ্ছে না। চা বাগানে স্থায়ী কর্মী খুব কম। স্থায়ী কর্মী করে রাখা হয় যেন বেশি সুযোগ সুবিধা দিতে না হয়। তাই সেখানে সুষম খাদ্যের, ভালো ঘর-বাড়ির অভাব, শিক্ষার অভাব, চিকিৎসার অভাব। সেখানে জ্বর বা পেট ব্যথা হলে দেওয়া হয় প্যারাসিটামল। ওরা বলে সাদা ট্যাবলেট। চা বাগানে মদ উৎপাদন করলে সেটা দেখার কেউ নাই। অন্য জায়গায় মদ তৈরি করলে জেল-জরিমানা হয় কিন্তু সিলেটে চা বাগানে জরিমানা হয় না। এক দেশে দুই নিয়ম হতে পারে না। চা বাগানের লোকেরা মদ খেয়ে তাদের দুঃখ-কষ্ট ভুলে থাকে, তাদের অধিকার আছে কিনা সেই ব্যাপারে কোন মাথ্য ব্যাথা নাই। আমার অনুরোধ, ওই এলাকায় মদ যেন তৈরি করতে না পারে, সে ব্যবস্থা করা হোক। চা বাগানের লোকেরা বাগান থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে আসলে থাকতে চায় না। তাদের অভিবাসনের স্বপ্ন নাই। মানুষ অভিবাসনে যায় কেন? ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য। কিছু ওদের এই বিষয়ে আগ্রহ নাই বলে মনে হয়। তবে অল্প কিছু চা বাগানের মানুষ যারা শিক্ষিত হচ্ছে, তাদের কথা আলাদা। তারা অন্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে। চা বাগানে যারা কাজ করে শুধু এটুকু নিশ্চয়তা যে যতদিন তারা বাগানে কাজ করবে, ততদিন তারা সেখানে থাকতে পারবে। কিন্তু খাসিয়াদের সেই নিশ্চয়তাও নেই।

মণ্ডলীর কিছু পদ্ধিতি আছে। অন্যান্য ধর্মপ্রদেশের চেয়ে বিভিন্ন ধর্মসংঘ সিলেটে এসে কাজ করছে। তাঁরা শিক্ষাসেবা দিচ্ছে। ছয়টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১২টি হোস্টেল আছে সিলেট ধর্মপ্রদেশে। তাই ধর্মপ্রদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা হঠাৎ করে কাউকে পরিবর্তন করতো পারবো না। তবে কাথলিক মণ্ডলী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়। যদি কেউ শিক্ষিত হয়, তাহলে সে নিজের অবস্থা নিজে পরিবর্তন করতে পারে। যারা শিক্ষিত হয়েছে তারা চা বাগান জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করে। মোটিভেশন দেয়। চা বাগান জনগোষ্ঠীর মধ্যে একজন শিক্ষিত তরুণ আছেন নাম পিউস নানোয়ার। আমরা প্রত্যেক বছর যুবক-যুবতীদের জন্য বড় সভা করি, যাতে তাদের মোটিভেশন দেওয়া যায়। গ্রামে ৭৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। কারিতাস কিছু সাহায্য দেয়। বাকিগুলো ধর্মপ্রদেশ এবং বাকিগুলো আমাদের জনগণ চালায়। এখানে চার হাজারের ওপর শিক্ষার্থী পড়ছে, যাতে ওরা জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। স্থানীয় ডিসেপেনসারীর মাধ্যমে আমরা স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে যাচ্ছি। এভাবে আমরা চেষ্টা করছি তাদের যত্ন নিতে। সামনের দিকে আগিয়ে নিয়ে যেতে।

আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক দিক মাথায় রেখেই বিশপদের দায়িত্ব পালন করতে হয়। যার কারণে বিশপদের প্রতিনিয়তই বহুমাত্রিক সমস্যায় পড়তে হয়। এ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য জানতে চাই।

**আর্চবিশপ বিজয়:** একজন বিশপ হচ্ছেন ধর্মীয় নেতা। তাকে আধ্যাত্মিকতার মধ্যদিয়ে জনগণকে পরিচালনা করতে হয়। জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাসকে আরো গভীর করতে হয়। জনগণ যেন শিক্ষিত হয়ে ওঠে। মণ্ডলীর সদস্য বিভিন্ন সমস্যার মধ্যদিয়ে যায়। তাই এখানে একতা তৈরি করতে হবে। বিশপ একা না। নেতা-নেত্রীদের নিয়ে একত্রে কাজ করা। সমস্যা সমাধান করা। আমি এটাও বিশ্বাস করি খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠানগুলোতে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চর্চা থাকতে হবে। সেখানে আমরা সব সময় সেবা দিতে প্রস্তুত থাকবো। ন্যায়পরায়ণতা, ভ্রাতৃত্ব, সমতা এই সবের মাধ্যমে ধর্মপ্রদেশ পরিচালিত করা। শুধু চার্চ না খ্রিস্টভক্তদের মাধ্যমে যেসব প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়, সেগুলোও যেন খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। দেশে কারিতাস খ্রিস্টভক্তরা পরিচালিত করছেন। এটা সুন্দর একটা উদাহরণ যে, আমাদের খ্রিস্টভক্তরা কত দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। কতটুকু সুন্দর অবদান রাখতে পারে। কত প্রফেশনাল হতে পারে। এভাবে আমাদের সম্পর্ক আরো সুন্দর, শ্রদ্ধাপূর্ণ হবে। খ্রিস্টভক্তরাও খ্রিস্টধর্মের সাক্ষ্য হবেন। একযোগে কাজ করবেন।

***আপনি খ্রিস্টীয় ঐক্য এবং আন্তধর্মীয় সংলাপ কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দীর্ঘদিন সেবা দিচ্ছেন। এই কমিশনের দায়িত্ব সম্পর্কে কিছু বলুন।***

**আর্চবিশপ বিজয়:** খ্রিস্টীয় ঐক্য এবং আন্তধর্মীয় সংলাপ কমিশনের প্রধান দায়িত্ব হলো জাতীয়ভাবে কিছু প্রশিক্ষণ প্রদান করা। সব ধর্মপ্রদেশে সংখ্যায় বেশি খ্রিস্টভক্ত ও কিছু সংখ্যক ফাদার, সিস্টার নিয়ে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তারা কী করে আন্তধর্মীয় সংলাপে প্রবেশ করতে পারে। যেমন মণ্ডলীর শিক্ষাগুলো, কী মনোভাব থাকতে হবে। ইসলাম ও হিন্দুধর্ম সম্পর্কে আলোকপাত করা। ২য় পর্যায়ে জন্য কোথাও কোথাও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে যেন ধর্মপ্রদেশে তারা দক্ষ কর্মী হতে পারেন। দক্ষ কর্মী না হলে তারা ভালো কাজ করতে পারবেন না। নাহলে দেখা যাবে ভালো কাজ করার ক্ষেত্রে সংঘর্ষ বা মন্দতা তৈরি হবে। বিজ্ঞান অনুসারে সংলাপ হচ্ছে অন্যের ধর্ম, অন্যের মনোভাব বুঝার চেষ্টা করা। তারপর শোনা, তার ধর্মকে শ্রদ্ধা করা। কোনরকম যাতে যুক্তি-তর্ক করা না হয়। এখানে সম্প্রীতি স্থাপন করা হচ্ছে প্রধান কাজ। আমাদের জাতীয় টিম আছে ধর্মপ্রদেশ পর্যায়ে। তাঁরা স্থানীয়ভাবে কর্মশালা আয়োজন করে ও সম্প্রীতি সভা আয়োজন করে। আমরা অন্য ধর্মের নেতৃবৃন্দের জন্য বড়দিনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। বড়দিনে আমন্ত্রণ করা যেন একটা ভালো সম্পর্ক স্থাপন হয়। জানুয়ারির ১৮ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত আমরা ঐক্য স্থাপনের জন্য ঐক্য অষ্টাহের প্রার্থনা করে থাকি। তখন আমরা সব ধর্মপল্লীতে পোস্টার সরবরাহ করে থাকি, ফলে সবাই প্রার্থনা করে যাতে আমরা প্রার্থনার মাধ্যমে ঐক্য স্থাপন করতে পারি।

*মুসলিম সংখ্যাগুরু এই দেশে বিভিন্ন মণ্ডলী রয়েছে। এই কমিশনের বিভিন্ন মণ্ডলী ও ধর্মের মানুষের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু বলুন*

**আর্চবিশপ বিজয় :** আমার অভিজ্ঞতা খুব ভালো। যখন কোন বিদেশি অতিথি আসতেন, তখন সিলেটে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে আমি নিয়ে যেতাম। সকলে চা খেতাম। বিদেশি অতিথি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলতো। এভাবে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাথে আমার ভালো সম্পর্ক স্থাপন হয়। মাওলানা শাহ মজনু, যিনি সিলেট বিভাগে একজন পরিচিত ব্যক্তি। তার সাথে কাজ করেছি। তার মন খুব খোলা। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের হবিগঞ্জে বদলি হয়ে গেছেন। আমি প্রতি বছর সিলেটের ডিসির হলে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের দাওয়াত করে আন্তধর্মীয় সংলাপ করি। বহির্বিশ্বে যখন সন্ত্রাসবাদ চলেছে, তখন আমি বেশি-বেশি এই ধরনের সংলাপ করেছি। এছাড়া শিশু নিরাপত্তা বিষয়ক সেমিনার করেছি বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগুরুদেরকে নিয়ে। আমার চেষ্টা ছিলো সংলাপ নিয়ে কাজ করার এবং আমি যাদের সাথে কাজ করেছি, তাদের নিকট হতে ইতিবাচক সাড়া পেয়েছি। যা আমার ভালো লেগেছে। অন্য ধর্মের মানুষ অনেকে এসব বিষয়ে জানেন না যে, ধর্মের বিষয়ে ঐক্য স্থাপন করা যায়। অনেকে মনে করে খ্রিস্টান বানাতে চায়। মনে করতে হবে সংলাপ হলো বিজ্ঞান। এটার উদ্দেশ্য হলো ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করা। পোপ দ্বিতীয় জন পল বলেছেন, আন্তধর্মীয় সংলাপে গোপন কোন বিষয় থাকতে পারে না। সহজ সরলভাবে আমরা সব মানুষের মধ্যে একটা সম্প্রীতি ও একতা

সৃষ্টি করতে চাই। কিন্তু এখান থেকে বলা যাবে না কেউ ধর্মের দিকে যাবে না। এটা তাঁর ব্যাপার। ঈশ্বর যদি আলোকিত করে, সেটা তাঁর ব্যাপার। আমরা সম্প্রীতি স্থাপন করার জন্য এটা করি। কাজ করলে ভালো সাড়া পাওয়া যায়। রাজশাহীর ফাদার প্যাট্রিক গমেজও সম্প্রীতি স্থাপনে উল্লেখযোগ্যভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

*মান্যবর আর্চবিশপ, এক সময় বাংলাদেশ মণ্ডলীতে ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা থেকে মিশনারিরা এসে সেবা দিয়েছেন। বর্তমানে বাংলাদেশ স্থানীয় মণ্ডলীর ধর্মীয় আহ্বান বৃদ্ধি পাওয়ায়, এ দেশ থেকেও অন্যান্য দেশে ফাদার-সিস্টার-ব্রাদারগণ মিশনকাজে যাচ্ছেন। এই বিষয়টা আপনি কীভাবে দেখেন?*

**আর্চবিশপ বিজয়:** প্রত্যেক ধর্মসংঘের দায়িত্ব আছে তাঁরা যেন সংঘে প্রার্থী নিতে থাকেন। যেসব দেশে ফাদার-সিস্টার কম, সেসব দেশে, এদেশ থেকে মিশনারি পাঠানো যায়। এই ক্ষেত্রে আমরা সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবো। তবে এই দেশেও স্থানীয় মণ্ডলীতে ফাদার-সিস্টারদের চাহিদা বাড়ছে। স্থানীয় মণ্ডলী থেকে এক ধর্মপ্রদেশ থেকে অন্য ধর্মপ্রদেশে যাজকরা মিশনারি হিসেবে সেবা দিচ্ছেন। যেমন সিলেটে ফাদার কম, তাই ঢাকার ফাদারগণ সেখানে কাজ করছেন, চট্টগ্রামে কাজ করছেন রাজশাহীর ফাদারগণ। সুযোগ পেলে বাংলাদেশ থেকে অন্য দেশে মিশনারি প্রেরণ করা হচ্ছে। কারণ চার্চ ইজ মিশনারি। চার্চের এটা প্রথম দায়িত্ব।

***ধর্মপল্লীর সমবায় সমিতিগুলো ও অন্যান্য সমিতি ও সংগঠনগুলো বিশেষভাবে, খ্রিস্টভক্তদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। যাঁরা সমিতি ও সংগঠনগুলো পরিচালনায় আছে, তাঁদের উদ্দেশে কিছু বলুন?***

**আর্চবিশপ বিজয় :** ফাদার ইয়াং এর অবদান হচ্ছে দেশের সমবায় সমিতিগুলো। তিনি এটা শুরু করে দিয়ে গেছেন। আমার পরিবারও ক্রেডিট থেকে ঋণ নিয়ে বাড়ি নির্মাণ করেছে, শিক্ষা-দীক্ষায় ব্যবহার করেছে। সমবায় সমিতির যে কত অবদান তা বলা যাবে না। এই সমবায় সমিতি না থাকলে আমাদের ধর্মপ্রদেশগুলোতে আরো দারিদ্র্য থাকতো। এটা সবার জন্য যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু দুঃখ হয়, কোন কোন ক্রেডিট ইউনিয়নে নেতৃত্বে কোন্দল, স্বার্থপরতা ঢুকে যাচ্ছে। এগুলো আমাদেরকে শঙ্কিত করে। এত মহৎ উদ্দেশে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা যদি লক্ষ্যচ্যুত হয়, তখন তো এটা ঠিক হবে না। লক্ষ্যচ্যুত হওয়া যাবে না। যেখানে টাকা আছে, সেখানে লোভ আছে, এই লোভকে জয় করতে হবে। আমি মনে করি, বেশিরভাগ সমবায় সমিতিগুলো ভালো চলছে, কিন্তু অসৎ ব্যক্তি যেন সমবায়গুলোর দখল নিতে না পারে সেটার জন্য সজাগ থাকতে হবে। কারণ সমিতিগুলো গরিব মানুষের টাকা রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে।

***সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিষয়ে আপনার পরামর্শ কী?***

**আর্চবিশপ বিজয়:** রাজনৈতিক প্রভাব আমাদের জীবনে অনেক বেশি। আমি মনে করি, রাজনীতিতে খ্রিস্টভক্তদের অংশগ্রহণ জরুরী। খ্রিস্টভক্তদের সময় এসেছে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা। নেতৃত্ব তৈরি করা। রাজনীতিতে আমাদের পিছিয়ে থাকার কোন উপায় নেই। কারণ আমাদের সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য এবং বৃহত্তর সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য রাজনীতি সুন্দর একটা মাধ্যম। যদিও দলীয় রাজনীতি কিছু মানুষের জন্য অনেক বেশি কলুষিত হচ্ছে, তবুও দেশের স্বার্থে, খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের স্বার্থে রাজনীতিতে সক্রিয় হতে হবে।

***কাথলিক মণ্ডলীতে কী ধরনের দৃশ্যমান পরিবর্তন দরকার, কেন দরকার; এ বিষয়ে আপনার চিন্তা-ভাবনা কী?***

**আর্চবিশপ বিজয়:** বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীতে আসলে আমরা যে পরিমাণ কাজ করি, আমাদের সময় এসেছে কিছু প্রকাশ করার জন্য। খ্রিস্টানদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমবায় খাতে সেবার মাধ্যমে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের মধ্যে একতা আছে। আমরা কত ছোট একটা সমাজ, তারপরও কত বড়-বড় কাজ করছি। এগুলো আরও বেশি করে প্রকাশিত হওয়া দরকার। আমরা রোহিঙ্গাদের কত সেবা করি কিন্তু আমরা প্রশাসনের নিকট কিছু চাইতে গেলে তারা বলে আপনারা চার্চে যান। কিন্তু আমরা যখন রোহিঙ্গাদের সেবা করি, তখন কিন্তু আপনারা কিছু বলেন না। আমাদের উজ্জ্বল হয়ে উঠতে হবে। আমাদের মধ্যে দুই একটা এত বড়ো দুর্নীতি হয়েছে, তখন অন্য ধর্মের মানুষ বলে, খ্রিস্টানরা কী এগুলো করতে পারে? এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, আমরা যেন বাইবেলে বর্ণিত লবণ ও আলো হয়ে উঠতে পারি। যদি একজন খ্রিস্টভক্ত অসৎ কাজ করে, তাহলে সে কিন্তু মণ্ডলীর সদস্য হয়েই সেই অসৎ কাজ করে। তাই তাঁর সেই ধরনের কাজ করা যাবে না। খ্রিস্টানদের কতো সুনাম। হাসপাতালগুলোতে খ্রিস্টান নার্স চায়। কারণ তারা রাতে ঘুমায় না। কিন্তু এক দুইজনের জন্য যেন সবার বদনাম না হয়। খ্রিস্টভক্তদের জন্য আমাদের ফাদার, সিস্টারদেরও আদর্শ হয়ে ওঠা দরকার। আমাদের বিশ্বাসটা সব সময় লালন করতে হবে।

*আর্চবিশপ হিসেবে আপনার পরিকল্পনা সম্পর্কে বলুন*

**আর্চবিশপ বিজয়:** ঢাকা হলো অনেক পুরাতন মহাধর্মপ্রদেশ। এখানে অনেক কাজ হয়েছে। এখানে যাজক, খ্রিস্টভক্তদের অনেক অবদান রয়েছে। এখানকার ভক্তজনগণ যেহেতু শিক্ষিত, তাঁরা মণ্ডলীতে সক্রিয়ভাবে কাজ করে। এই মহাধর্মপ্রদেশ ইতোমধ্যে দশ বছরের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। খ্রিস্টভক্তরা বারটি অগ্রাধিকার ঠিক করেছেন। এই অগ্রাধিকারগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যুগের প্রয়োজনে ঢাকা প্রাক্তন আর্চবিশপ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, খ্রিস্টভক্তদের মণ্ডলীর কাজে অনেকে বেশি সম্পৃক্ত করেছেন। এটাতে আমি অত্যন্ত খুশী। আমি এই জায়গাতেই জোর দিতে চাই। আমি মণ্ডলীতে ভক্তজনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতভাবে রক্ষা করবো।

আমার অগ্রাধিকার থাকবে প্রকৃতির যত্ন নেওয়া। মানুষ ও প্রকৃতি একই পিতার সন্তান। আমরা সকলে মিলে এই সাক্ষ্য বহন করবো। আমি পরিবারের ওপর গুরুত্ব দিবো। যেখান থেকে ভবিষ্যতে নেতৃত্ব আসবে। পরিবারগুলো যত্ন নিবো যেন তারা বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিতে পারে। কারণ আমরা সবাই প্রেরিত। ফাদার-ব্রাদার-সিস্টারদের চেয়ে সাধারণ খ্রিস্টভক্তরা বেশি বাণীপ্রচার করতে পারে। তাদের বিশ্বাস নিয়ে যদি তারা চলে, সাক্ষ্য বহন করে, এভাবে তারা বাণীপ্রচার করতে পারে। মঙ্গলবাণী ঘোষণা ও ধর্মশিক্ষায় আমি গুরুত্ব দিবো। এটা যেন পরিবারে চর্চা করা হয়। কারণ ভবিষ্যত প্রজন্মকে মূল্যবোধ, খ্রিস্টীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। তাহলে তারা সুন্দর নেতৃত্বে দিবে। ধর্মপল্লীভিত্তিক ধর্মশিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করার পরিকল্পনা রয়েছে। আমার পরিকল্পনায় থাকবে ভক্তজনগণকে পবিত্র হতে সাহায্য করা। আগে মানুষ বেশি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। কিন্তু এই সময় মানুষ বেশি ব্যস্ত কাজ, সংসার ও ভবিষ্যত নিয়ে। এর মধ্যে আমরা কী করে আধ্যাত্মিক হয়ে উঠতে পারি তা নিয়ে কাজ করবো। ঢাকায় রয়েছে অনেক অভ্যন্তরীণ অভিবাসী। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষা ও চাকরির জন্য তারা ঢাকায় এসেছেন। তাদের ধর্মবিশ্বাস গভীর করা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আমি আন্তধর্মীয় সংলাপ এবং আন্তমাণ্ডলিক কাজে খুব বিশ্বাসী। আমি চেষ্টা করবো প্রত্যেক ধর্মপল্লীতে এগুলো নিয়ে কাজ করতে। বিভিন্ন মণ্ডলীর মধ্যে ঐক্য গড়া কাথলিক মণ্ডলীর একটা দায়িত্ব।

***আরো কিছু বলতে চান?***

**আর্চবিশপ বিজয়:** আমি খুব আশাবাদী যে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশে অনেক ভালো ভালো পুরোহিত আছেন। এটা এই ধর্মপ্রদেশের শক্তি। কারণ পুরোহিতগণ অনেক সুন্দর পরিবার থেকে এসেছেন। তাঁরা বিশ্বাস চর্চা করছেন। সেজন্য আর্চবিশপের বড় শক্তি হলো ফাদারগণ। এছাড়া ঢাকায় বিভিন্ন ধর্মসংঘগুলো আছে। এটা আরেকটা শক্তি। অন্যদিকে ঢাকার খ্রিস্টভক্তরা অনেক বেশি শিক্ষিত। অনেকের সুন্দর নেতৃত্বে আছে, বিভিন্ন পেশাজীবীর মানুষ আছে। গ্রামেও তারা বিভিন্ন কাজের মধ্যে জড়িত। আমার প্রত্যাশা আমরা সকলে মিলে ধর্মপ্রদেশের জন্য কাজ করবো। কারণ মণ্ডলী আমার একার না, কিন্তু সকলের। আমরা সকলে ঈশ্বরের জনগণ, আমি তাদের মধ্যে একজন। সেজন্য আমার গভীর বিশ্বাস, ভ্রাতৃত্ব ও একতার মধ্যে দিয়ে এই মণ্ডলীকে এগিয়ে নিয়ে যাবো- এটা হলো আমার প্রত্যাশা। আমার সর্বশ্রেষ্ঠটা দিয়ে জনগণকে ভালোবাসবো। আমি সবসময় তাদের পাশে থাকবো। বিশেষ করে তাদের দুঃখ-কষ্টে তাদের পাশে থাকবো॥ ❑

# প্রভুর বাণী রেখেছি হৃদয়-গভীরে

**রথু জন সরকার**

**ভূমিকা :** ঈশ্বর কতইনা মঙ্গলময়! তিনি তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছায় আপন পরাক্রমশালী বাণীশক্তিতে বিশ্বজগত সৃষ্টি করলেন। তিনি শুধু উচ্চারণ করলেন, 'হোক', আর একে একে জগতের সমস্ত কিছু অস্তিত্ব পেল। আর তাইতো মঙ্গলসমাচার রচয়িতা সাধু যোহন ঐশপ্রজ্ঞা যিনি, যিনি পরম পিতার মহিমাদীপ্তি, সেই দেহধারী শাশ্বত বাণী যিশু খ্রিস্টকে অন্তরঙ্গভাবে অভিজ্ঞতা করার ফলে ঐশচেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে এই কথা বলতে পেরেছিলেন যে, "আদিতে ছিলেন বাণী; বাণী ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে, বাণী ছিলেন ঈশ্বর। আদিতে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গেই ছিলেন। তাঁর মধ্যে ছিল জীবন; সেই জীবন ছিল মানুষের আলো। জগতের মধ্যেই ছিলেন তিনি আর যদিও জগৎ তাঁর দ্বারাই অস্তিত্ব পেয়েছিল, তবুও জগৎ তাঁকে চিনল না। ... কিন্তু যারা তাঁকে গ্রহণ করল, তাঁর প্রতি যারা বিশ্বাসী হয়ে উঠল, তাদের সবাইকে তিনি দিলেন ঈশ্বর-সন্তান হওয়ার অধিকার" *(যোহন১:১-২, ৯-১০, ১২)*। আমরা, খ্রিস্টযিশুতে বিশ্বাসী যারা, সকলেই যোগ্য ঐশ-সন্তান হয়ে উঠি তখনই, যখন আমরা প্রভুর মঙ্গলময় বাণী হৃদয়-গভীরে ধারণ করে সেই অনুসারে জীবন-যাপন করি এবং বিশ্বজগতের কাছে সেই অমৃতময় মঙ্গলবাণীর সাক্ষ্য বহন করি।

**প্রভুর বাণী হৃদয়ে ধারণ ও পালনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত:** মানব-মুক্তির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, যুগ-যুগ ধরে অনেক ধর্মপ্রাণ মানুষ নিজেদের জীবনে পরমেশ্বরের বাণীকে শীর্ষস্থানে রেখেছেন; তাঁর বাণী অনুসারে জীবন-যাপন করেছেন। প্রাচীনকালের সেই সকল ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির মধ্যে রয়েছেন- নোহ, বিশ্বাসীদের পিতা আব্রাহাম, ইসাহাক, যাকোব, মোশী, প্রবক্তাগণ, রাজর্ষী দাউদ; পুরাতন ও নবসন্ধিক্ষণে রয়েছেন- সাধু সিমিয়োন, বৃদ্ধা আন্না, জাখারিয়া, এলিজাবেথ, দীক্ষাগুরু যোহন, সাধু যোসেফ, ধন্যা কুমারী মারীয়া এবং স্বয়ং যিশুখ্রিস্ট। তাঁরা প্রত্যেকেই পরমেশ্বরের বাণী নিজেদের অন্তরে ধারণ করেছেন এবং তা পালনও করেছেন।

**মা-মারীয়ার জীবনে ঐশবাণী গ্রহণ:** মা-মারীয়া জীবনভর পিতা ঈশ্বরের বাধ্য থেকে তাঁরই ইচ্ছানুসারে পথ চলেছেন। স্বর্গদূত গাব্রিয়েল মারীয়াকে যখন এই সংবাদ জানালেন যে, তিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেবেন; তিনি ঈশ্বরের পুত্র বলে পরিচিত হবেন-একথা শুনে মারীয়া নম্রভাবে স্বর্গদূতকে বললেন: "আমি প্রভুর দাসী! আপনি যা বলেছেন, আমার তা-ই হোক *(লুক ১:৩১-৩২, ৩৮)*!" তিনি পরমেশ্বরের মুক্তি-পরিকল্পনায় সাড়া দিয়ে তাঁর শাশ্বত বাণীকে মানবদেহ ধারণ করতে এই পৃথিবীতে আনতে সাহায্য করলেন; আর এভাবে মানবমুক্তির ইতিহাসে মা-মারীয়া হয়ে উঠলেন প্রভুর বাণীর ধারক ও বাহক।

**পুত্র-যিশুর অন্তরে পরম পিতার বাণী ধারণ:** পরম পিতার চিরন্তন বাণী, যিনি মানবদেহ ধারণ করেছেন, সেই একমাত্র জাতপুত্র খ্রিস্ট সমস্ত কিছুতে তাঁর পিতার বাণী অনুসারে চলেছেন। মানবদেহ ধারণের মুহূর্ত থেকে শুরু করে ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত তিনি পিতার বাধ্য ছিলেন। পিতার ইচ্ছা পূরণ করাই ছিল তাঁর জীবনের পরম অন্ন। পুত্র হয়েও তিনি এ জগতের সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যদিয়ে গিয়েছেন। পিতা যে উদ্দেশে তাঁকে এ জগতে প্রেরণ করেছেন, সে উদ্দেশ্য পূর্ণ করে তোলার জন্য তিনি তৃষিত ছিলেন। আর এভাবেই তিনি তাঁর সমগ্র অন্তর দিয়ে পরম পিতার বাণীকে ধারণ করেছিলেন; পিতার সেই বাণী অনুসারেই জীবন-যাপন করেছিলেন।

**বিশ্বাসী-ভক্তের হৃদয়ে ঐশবাণী ধারণের আহ্বান:** সাধু পল তাঁর পত্রের মধ্যদিয়ে সকল বিশ্বাসী ভক্তকে হৃদয়-মনে ঐশবাণীকে আনন্দচিত্তে গ্রহণ করতে আহ্বান করেছেন: "খ্রিস্টের বাণী তোমাদের অন্তরে জেগে থাকুক তার অপর্যাপ্ত ঐশ্বর্য নিয়ে; তোমরা পরম জ্ঞানের আদর্শে পরস্পরকে ধর্মশিক্ষা দাও, পরস্পরের মধ্যে চেতনা জাগিয়ে তোল *(কলসীয়৩:১৬)*।" ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের কাছে দাবি করেন যে, আমরা যেন তাঁর বাণীকে অনুসরণ করে পথ চলি, আর লাভ করি শাশ্বত জীবন। সামসঙ্গীত রচয়িতা ঐশবাণীর উপলব্ধিতে অনুপ্রাণিত হয়ে বিভিন্ন অংশে ঐশবাণীর বন্দনাকীর্তন করে বলেছেন: "তোমার বাণী তো প্রদীপের মতো আমায় দেখায় দিশা; তা যেন আমার পথে রেখে দেওয়া আলো *(সাম১১৯:১০৫)*।" প্রভুর কণ্ঠস্বরের প্রতাপময় শক্তির কথা বলতে গিয়ে সামসঙ্গীত রচয়িতা অন্যত্র বলেন: "ভগবানের কণ্ঠস্বর কত শক্তিময়, ভগবানের কণ্ঠস্বর কী প্রতাপময় *(সাম২৯:৪)*!" এছাড়াও তিনি পরমেশ্বরের বাণীর সত্যনিষ্ঠতা প্রকাশ করে বলেন: "ন্যায়নির্ভর ভগবানের বাণী; সমস্ত কাজে সত্যনিষ্ঠ তিনি *(সাম৩৩:৪)*।" যিশুর প্রেরিত শিষ্যগণও তাঁর সুসমাচার হৃদয়ে ধারণ করে তা পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই পরম পিতার প্রীতিভাজন হওয়ার জন্য আমাদেরও উচিত তাঁর মঙ্গলময় বাণীকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে বরণ করে নেওয়া। দীক্ষিত ব্যক্তি হওয়ার ফলে প্রভুর বাণী অন্তর দিয়ে ভালবাসতে, তা হৃদয়ে ধারণ ও লালন-পালন করতে এবং সমুদয় জগতের কাছে তাঁর শুভবার্তা ঘোষণা করতে আমরা প্রত্যেকে আহূত।

প্রাত্যহিক জীবনে অন্তরাত্মায় ঐশবাণী ধারণ বা গ্রহণের বিভিন্ন ধাপ/পর্যায়

**নীরবতা:** ঐশবাণী শ্রবণের পূর্বে অন্তর আত্মায় ধীর-স্থির হওয়া অতি প্রয়োজন। তাই এমন একটি নির্জন স্থান খুঁজে নিতে হবে যেখানে বসে ঐশবাণী নিয়ে ধ্যান করা যায়। নীরবতার মধ্যদিয়েই ঈশ্বর মানুষের অন্তরে কথা বলেন। সেজন্য অন্তরের নীরবতা বজায় রাখা আবশ্যক।

**অন্তর-মন প্রস্তুতকরণ:** ঐশবাণী ধ্যানের পূর্বে নিজের অন্তরকে প্রস্তুত করতে হয়, যাতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হৃদয়ে শাস্ত্রবাণীর মর্মসত্য অন্তরে উপলব্ধি করতে পারি; সে কারণে অন্তর মন প্রস্তুত করা ঐশবাণী ধ্যানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

**ঐশবাণী শ্রবণ ও ধারণ:** প্রতিদিনের যাপিত জীবনে ঐশবাণী শ্রবণ পরমাত্মার সঙ্গে মিলন বন্ধনে আবদ্ধ হতে সহায়তা করে থাকে। ঐশবাণীর মধ্যদিয়ে ঈশ্বর মানব হৃদয়ে তার মঙ্গল ইচ্ছাসমূহ প্রকাশ করেন। তাই ঐশবাণী শ্রবণের সময় গভীর মনোযোগ দিয়ে তা গ্রহণ করতে হয়। শুধু ঐশবাণী শ্রবণই যথেষ্ট নয় বরং যে বাণী শ্রবণ করি তা অন্তরে ধারণ করতে হয়।

**বাণী-ধ্যান:** অন্তরে বাণী ধারণ করে তা নিয়ে অবিরাম ধ্যান করতে হয়। আর এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছেন মা-মারীয়া। মঙ্গলসমাচারে আমরা দেখি যে, মা-মারীয়া যা-কিছু দেখতেন ও শুনতেন তা অন্তরে গেঁথে রাখতেন এবং তা নিয়ে ধ্যান করতেন। তাই ঐশবাণী গভীরভাবে ধ্যান করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

**ঐশবাণীর ঘোষক হওয়া:** যে বাণী শ্রবণ করি, অন্তরে ধারণ করি এবং যা হৃদয়ে লালন-পালন করছি তা সমগ্র জগতে প্রচার করতে হবে। আর এ নির্দেশই মহিমান্বিত খ্রিস্ট আমাদের প্রত্যেককে দিয়েছেন। তাই আমরা যেন বিশ্বজগতের কাছে নির্ভয়ে ঐশবাণী ঘোষণা করি।

**ঐশবাণীকে হৃদয়-গভীরে ধারণ করার ফলাফলসমূহ :**

❖ প্রজ্ঞার আগমন ঘটে (ভাল-মন্দের তফাৎ করতে সাহায্য করে)
❖ অন্তরে ধর্মময়তা অঙ্কুরিত হয় (অন্তরে পবিত্রতা বিরাজ করে; অন্তরের মলিনতা দূরিভূত করে);
❖ ন্যায্যতার পথে পরিচালিত করে (দীনদুঃখী, বিধবা, অনাথদের পক্ষ সমর্থনে সহায়তা, সান্ত্বনা দেওয়া, অভয়বাণী শোনানো);
❖ ঐশপ্রেম ও মানব প্রেমের দিকে ধাবিত করে (ঈশ্বর ও প্রতিবেশিকে ভালবাসা);
❖ ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি করে (শান্তি ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে);
❖ সত্যের সাধক করে তোলে (সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের দিকে ধাবিত করে);
❖ সৎ ও চরিত্রবান ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করে;
❖ পরমাত্মার সাথে মানবাত্মার মিলন সাধন করে (ঐশধ্যানে মগ্ন করে)
❖ মঙ্গলবাণী ঘোষণায় উদ্বুদ্ধ করে (বাণীপ্রচারে অনুপ্রেরণা যোগায়);
❖ হৃদয়ে আশা-বিশ্বাস, ভক্তি-শ্রদ্ধা, নম্রতা, বাধ্যতা, দায়িত্বশীলতা ইত্যাদি গুণাবলী জাগিয়ে তোলে
❖ আনন্দে থাকা, প্রশংসাগান করা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশে উৎসাহিত করা;
❖ ক্ষমা দেওয়া, ক্ষমা চাওয়ার মনোভাব গঠনে সহায়তা করা;
❖ স্বার্থ ত্যাগ করতে শেখ (ত্যাগের মনোভাব গঠনে সহায়তা);
❖ স্বর্গসুখ লাভের জন্য প্রস্তুত করে তোলে (আত্মার মুক্তিসাধন করে থাকে)।

**প্রভুর বাণীকে অন্তরে স্থান না দিলে জীবনে যা-কিছু ঘটে-**

❖ জগতের স্রোতে ভেসে যাওয়া (জাগতিক মোহ-মায়ায় আচ্ছন্ন থাকা);
❖ অধর্মময়তার জীবন-যাপন করা; (ধর্ম-কর্ম না করা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বার্থ-সিদ্ধি);
❖ যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়া; (মারামারি, হানাহানি, ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত)
❖ অন্যের ক্ষতি সাধনে রত হওয়া (সমালোচনা, কুৎসা রটনা, মিথ্যা অপবাদ ইত্যাদি);
❖ কামনা-বাসনা দ্বারা পরিচালিত হওয়া, (ব্যভিচার, লাম্পট্য জীবন-যাপন);
❖ পরমাত্মার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছেদ (ঈশ্বরের সান্নিধ্যসুখ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখা);
❖ স্বার্থপর হওয়া (নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা, নিজের জগতকে সংকীর্ণ করে রাখা);
❖ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করা (আত্মায় গুমরে মরা);
❖ অহংকার, আত্মগরিমা, হিংসা ইত্যাদি খারাপ গুণাবলী অন্তরে বৃদ্ধি পেতে থাকে (ক্ষমা করা বা চাওয়ার মানসিকতা নষ্ট হয়)
❖ অনন্ত নরক-দণ্ডের যোগ্য করে তোলে।

**উপসংহার:** পরিশেষে বলা যায় যে, একজন খ্রিস্টবিশ্বাসী ভক্ত হিসেবে আমি বা আপনি আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব হল পরমেশ্বরের বাণী হৃদয় গভীরে ধারণ করা এবং সেই মঙ্গলবাণীর মর্মসত্য সমগ্র সৃষ্টির কাছে ঘোষণা করা। আর এরই মধ্যদিয়ে আমরা পরম পিতার প্রীতিভাজন হয়ে উঠতে পারি এবং তার সান্নিধ্যসুখ লাভ করতে পারি॥ ❑


# মায়ের স্বর্গরাজ্যে গমনের ৫ম বছর

**পৃথিবীতে যার প্রেম ভরা মন**
**তার ভাল কাজ করোগো স্মরণ**

**ছেলে-মেয়ে :** প্রয়াত আশালতা, পল, মার্টিনা, কনক, শ্যামলী, ডেনেস এবং ফাদার হ্যামলেট সিএসসি, **ছেলে বউ :** জুলিয়েট ও রুমা

**নাতি-নাতনি :** জনি (শিউলী), জেমী (সাথী) ডালিয়া (বিপ্লব) এবং রোমীয় ও রুনাল্ড এবং আরো ১২ জন, **পুতনী :** কৃপা, স্নিগ্ধা ও বর্ষা এবং আরো অনেক

**গ্রাম ও ধর্মপল্লী :** শুলপুর, মুন্সিগঞ্জ।

সময়ের নিষ্ঠুর গতি-বিধিতে ফিরে এলো বেদনা ভরা ১০ ডিসেম্বর। আমাদের প্রিয় মা পাঁচ বছর পূর্বে এই দিনে আমাদের ছেড়ে তার আকাঙ্ক্ষিত বাড়ি সেই স্বর্গরাজ্যে চলে গেছেন পরম পিতার একান্ত আশ্রয়ে।

মাগো, বিগত ৫টি বছর তোমার উপস্থিতির ভালবাসাময় শূন্যতা অনুভব করে যাচ্ছি। তোমার ত্যাগ ও কষ্টময় জীবনের অসংখ্য স্মৃতি, অনুপ্রেরণা, মায়া-মমতা আমাদের হৃদয়ে অমলিন এবং তা স্মরণে আজও কাঁদায়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি স্বর্গে পিতার নিকট রয়েছ। আমাদের আশীর্বাদ কর মা, আমরা যেন তোমার আদর্শে ভাল থাকি এবং একদিন পরকালে তোমার সাথে মিলিত হতে পারি।

আমাদের প্রিয় মা, মৃত্যুর পূর্বে ৫ বছর শয্যাশায়ী ছিলেন। মায়ের কষ্টময় শেষ জীবনে যারা সেবা, শারীরিক শ্রম, সান্ত্বনা, সাহচর্য, সাহায্য-সহযোগিতা এবং প্রার্থনা করেছেন, আপনাদের কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের পক্ষে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

**ধন্যবাদান্তে,**
**ফাদার হ্যামলেট বটলেরু সিএসসি এবং পরিবারবর্গ।**

**পরিচিতি**
**প্রয়াত খ্রীষ্টিনা বটলেরু**
**জন্ম :** ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ
**মৃত্যু :** ১০ ডিসেম্বর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
**স্বামী :** প্রয়াত যোসেফ বটলেরু

বিপ/২৩৫/২০

# মানব জীবনে ঐশবাণী

ভিনসেন্ট মুর্মু

**ভূমিকা:** মানব জীবনে ঐশবাণীর গুরুত্ব অপরিমেয়। ঐশবাণী মানুষের জীবনে সদা জীবন্ত ও সক্রিয়। এই ঐশবাণী মানুষকে পরিচালনা করে এবং জীবনের সঠিক লক্ষ্যে নিয়ে যায়। ঐশবাণীর ক্রিয়াশীলতা যুগ-যুগ ধরে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী মানুষের কাছে পরিত্রাণের অমর বাণীই অবিরাম ঘোষণা করে গিয়েছে। ঈশ্বরের চরম ভালবাসার প্রকাশ পুত্রের দেহধারণের মাধ্যমে, যিনি আজও পূণ্য উপাসনায় নিজেকে ঐশবাণী এবং দেহ ও রক্তের আকারে নির্দ্বিধায় অপরিসীমভাবে বিলিয়ে যান। এমনকি এই অমূল্য ঐশবাণীর সাক্ষাতে এসে আমরা স্বয়ং ঈশ্বরের সঙ্গে সংলাপে মিলিত হই কেননা তিনি বাণীর মাধ্যমেই ঐশজনগণের সাথে আন্তরিকভাবে কথা বলেন। খ্রিস্টবিশ্বাসী ভক্তজনগণ হিসেবে আমরাও কৃতজ্ঞ অন্তরে তাঁর প্রতি উত্তর দিই। সুতরাং এই ঐশবাণী থেকেই আত্মার উপযোগী খাদ্য ও নবজীবনের প্রকৃত উৎস খুঁজে পাওয়া যায়।

### ঐশবাণী কি?

বাণী বলতে সাধারণত একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমকে বোঝায়। এ বাণীর সমার্থক শব্দ হল কথা, উক্তি, ভাষা, শব্দ ও ভাষণ। অপরদিকে, সর্বশক্তিমান, প্রজ্ঞাবান, মহাশক্তিধর, সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর যিনি, তাঁর 'কথা' বা 'বাণী'কেই ঐশবাণী বলে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ ঈশ্বরের বাণীকেই ঐশবাণী বলা হয়। বিশ্বব্রহ্মমাণ্ডের অস্তিত্ব পাবার আগেও ঐশবাণী ছিল। কারণ স্বয়ং ঈশ্বরই সেই বাণী। পরবর্তীতে পবিত্র আত্মারই অনুপ্রাণনে, ঈশ্বর কর্তৃক বেছে নেওয়া লেখকদের মধ্যদিয়ে ঐশবাণী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ঈশ্বরের এই বাণী, যার বর্তমান সংকলিত রূপ হলো পবিত্র বাইবেল। বর্তমানে এই বাইবেল/পবিত্র শাস্ত্র থেকেই আমরা ঐশবাণী শুনি এবং মনে-ধারণ করি।

### আদিতে ঐশবাণীর প্রকাশ

ঈশ্বর, যিনি তাঁর বাণীর মাধ্যমে সব কিছু সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করেন। সৃষ্টির বাস্তবতার মধ্যদিয়ে তিনি সর্বদা মানুষের কাছে তাঁর নিজের সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে থাকেন। মহান ঈশ্বর যুগ-যুগ ধরে ইস্রায়েল জাতির কাছে পিতৃপুরুষদের, প্রবক্তাদের ও ভাববাদীদের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, কথা বলেছেন। তাদের মধ্যদিয়ে তিনি তাঁর বাণী প্রেরণ করেছেন। পুরাতন নিয়মে নোয়া, আব্রাহাম, মোশী, রাজা দাউদ, রাজা সলোমনের মধ্যদিয়ে তিনি তাঁর বাণী প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে প্রবক্তা নাথান, এজিকিয়েল, ইসাইয়া, জেরেমিয়া, হোসেয়া প্রমুখের মধ্যদিয়ে তাঁর সত্যময় বাণী প্রকাশ করেছেন। প্রবক্তাগণও বিশ্বস্ত সহকারে ঐশবাণী মানুষের কাছে ঘোষণা করেছেন, প্রকাশ করেছেন। সেই ঐশবাণী অনুসারে তাদেরকে জীবন-যাপন করার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন।

### নবযুগে ঐশবাণীর প্রকাশ

ঐশবাণীর পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে তাঁর একমাত্র ও প্রিয় পুত্রের দেহধারণের মধ্যদিয়ে। অনেক আগে প্রবক্তাগণ বাণী দেহ ধারণ করার কথা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। যুগের পূর্ণতায় তা সত্যিকারভাবে পরিপূর্ণ হয়েছে। তিনিই চিরস্থায়ী নবসন্ধি। পুত্র যিশু হলেন পরম বাণীর সত্যতা ও পরিপূর্ণতা। আসলেই যিশুখ্রিস্টের মধ্যেই সকল বাণী পূর্ণতা লাভ করে। ক্রুশভক্ত সাধু যোহন বলেন, "তাঁর পুত্রকে, অর্থাৎ তাঁর একমাত্র বাণীকে দান করে তিনি একই সময়ে, এই একমাত্র বাণীর মধ্যদিয়ে আমাদের কাছে সব কিছুই প্রকাশ করেছেন- তাঁর বলার আর কিছুই বাকী নেই, কেননা আংশিকভাবে ইতোপূর্বে তিনি প্রবক্তাদের কাছে যা কিছু বলেছিলেন, এখন তাঁর পুত্র যিনি সবকিছু তাঁকে দান করে, তিনি একই সময়ে আমাদের কাছে সব কিছু প্রকাশ করেছেন। সুতরাং, এখন যদি কেউ ঈশ্বরকে প্রশ্ন করে, অথবা কোন দর্শন বা প্রত্যাদেশ পেতে চায়, তবে সে যে শুধু মূর্খতার দায়ে দায়ী হয় তা নয়, উপরন্তু সে ঈশ্বরের অবমাননা করে, কেননা এভাবে সে প্রমাণ করে যে, সে একাগ্রচিত্তে খ্রিস্টের দিকে মনোনিবেশ না করে নতুন অন্য কিছু পাওয়ার আশায় রয়েছে।" যিশু খ্রিস্টবাণী দ্বারা দেহ ধারণ করে সকল জাতিকে এই দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ করে তুলেছেন, যেন তাঁরই মত একই কাজ সমগ্র বিশ্বে একযোগে প্রকাশ ও প্রচার করতে পারে।

### মানব জীবনে ঐশবাণীর গুরুত্ব

খ্রিস্টীয় জীবনে ঐশবাণীর স্থান সর্বাগ্রে। খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ঐশবাণীর ভূমিকা অতুলনীয়। প্রতিদিন জীবনপথে চলার ক্ষেত্রে প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদের ঐশবাণী প্রয়োজন। অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানব জীবনে ঐশবাণীর প্রয়োজন ও দরকার। ঐশবাণী ছাড়া আমাদের মানব জীবন মরুভূমির মত শুষ্ক হয়ে যায়। একজন ঈশ্বরবিশ্বাসী হিসেবে তখন বেঁচে থাকতে পারি না। ধীরে-ধীরে আধ্যাত্মিকতায় মৃত্যুবরণ করি। প্রভুযিশু মরুপ্রান্তরে শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হওয়ার সময় শয়তানের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, "কিন্তু শাস্ত্রে যে লেখা আছে: শুধুমাত্র রুটি খেয়ে নয়, বরং ঈশ্বরের শ্রীমুখে উচ্চারিত প্রতিটি বাণীকে সম্বল করেই মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়" *(মথি ৪:৪)*। প্রভুযিশুর কথার মধ্যদিয়ে আমরা অন্তরের গভীরে প্রবেশ করতে পারি। প্রতিটি মানুষকে শান্তির নীড়ে বাস করার জন্য অবশ্যই আত্মার খাদ্য প্রয়োজন। সেই আত্মার খাদ্য সংগ্রহের জন্য খ্রিস্টমণ্ডলী বিভিন্ন উপাসনার আচার-অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকে। খ্রিস্টমণ্ডলীর কেন্দ্রবিন্দু হলো ঐশবাণী। পবিত্র বাইবেলের ঐশবাণীর মধ্যদিয়েই আমরা আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের অস্তিত্ব ও তার মহিমার কথা জানতে, বুঝতে ও তাকে ধারণ করতে পারি। সুতরাং মানব জীবনে ঐশবাণী গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

### মানব জীবনে ঐশবাণীর প্রভাব

মুক্তির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কিভাবে ঐশবাণী মনুষের অন্তর-মনকে আলোড়িত ও আলোকিত করেছে। কারণ তাদের গোটা জীবনে ঈশ্বরের উপস্থিতি ছিল। অর্থাৎ তারা ঐশবাণীকে গ্রহণ করেছে এবং বাণীর আলোকে তারা দৈনন্দিন জীবনে চলতে চেষ্টা করেছে। আমরা দেখি বিশ্বাসীর পিতা আব্রাহামের কাছে ঈশ্বরের সেই প্রতিশ্রুতির বার্তা "আমি তোমাকে এক মহাজাতি করে তুলব" *(আদি ২:২)*। বিশ্বাসী পিতা ঈশ্বরের বাণীর ওপর গভীর আস্থা রেখেছিলেন। এভাবে ঈশ্বরের বাণীর উপর বিশ্বাস করে পরমেশ্বরের প্রতিশ্রুতি অনুসারে তিনি মিশরে গিয়েছিলেন। এইভাবে মুক্তির ইতিহাসের ধারাবাহিক যাত্রা শুরু হয়েছিল। হোরেব পর্বতে ঈশ্বর মোশীর কাছে এক বাণী নিয়ে এসেছিলেন। তখন ঝোঁপের মধ্য থেকে তাঁকে ডাকলেন *(যাত্রা ৩:৪)*। আর তিনি সাড়া দিয়ে ইস্রায়েল জাতিকে মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্ত করলেন। প্রবক্তা যেরেমিয়া'র জীবনে দেখি তিনি যখন ঈশ্বরের পরিচালনায় নিজের অংশ গ্রহণের অক্ষমতা প্রকাশ করলেন আর তখন পরমেশ্বর তাকে বাণী দিয়ে বললেন "দেখ, আমি আমার বাণী তোমার মুখে রেখে দিলাম" *(যেরেমিয়া ১:৯)*। ঈশ্বরের এই বাণীর শক্তিতে বলীয়ান হয়ে যেরোমিয়া নির্ভীক প্রাবক্তিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এইভাবে পবিত্র

বাইবেলে মুক্তির ইতিহাসে ঐশবাণী মানুষের জীবনে সক্রিয় ও সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখে।

"বাণী একদিন হলেন রক্তমাংসের মানুষ বাস করতে লাগলেন আমাদের মাঝখানে" *(যোহন ১:১৪)*। ঈশ্বরের বাণীর পরিপূর্ণতা লাভ করেছে তাঁর পুত্র দেহধারণের মধ্যদিয়ে। প্রভুযিশু খ্রিস্টই ঐশবাণীর জীবন্ত প্রকাশ। তাই দীক্ষাস্নানের গুণে প্রত্যেক খ্রিস্টবিশ্বাসী তার জীবনকে যিশুখ্রিস্টের বাণী কেন্দ্রিক করে, কেননা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই ঐশবাণীর মূল্যবোধই তার জীবন প্রবাহের চালিকাশক্তি হিসেবে পরিগণিত হয়। আর সত্যিই তা যথার্থ। পৃথিবীতে আজ অবধি যত খ্রিস্টের অনুসারী রয়েছেন সবাই একই বিশ্বাসের তীর্থযাত্রায় স্বর্গীয় নাগরিকত্বের অংশীদার। ঐশবাণী সততই মহাশক্তির এক জীবনপ্রবাহ যা মানুষকে এমনভাবে আলোড়িত করে, যা তাকে পরবর্তীতে রূপান্তরিত, সর্বস্বত্যাগী, এমনকি নিজের জীবন উৎসর্গ করতে এতটুকু কার্পণ্য করে না। মণ্ডলীর ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে খ্রিস্টশহীদদের সাহসী ঘটনা আমাদের ঐশবাণীর সক্রিয়তা সম্পর্কে সেই ইঙ্গিতই দিয়ে থাকে। ঐশবাণী কারো-কারো জীবনে রূপান্তর হিসেবে কাজ করে। সাধু পল তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। পরবর্তীতে তিনি মন পরিবর্তন করে পরিপূর্ণভাবে খ্রিস্টবিশ্বাসী হয়ে খ্রিস্টমণ্ডলীর শ্রেষ্ঠ বাণীপ্রচারক হয়েছিলেন। অপরদিকে, সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারও অন্যতম উদাহরণ, যিনি যিশুর সেই বাণী, 'সমস্ত জগতকে পেয়ে কেহ যদি নিজের আত্মা হারায়, তাতে কি লাভ' দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তার সমস্ত অর্থ-বৈভবের বেড়াজাল ছিন্ন করে খ্রিস্টের বাণী মানুষের কাছে প্রচার করে গেছেন। একইভাবে খ্রিস্টমণ্ডলীর অসংখ্য সাধু-সাধ্বী ঐশবাণীর আলোকে নিজেদের মন পরিবর্তন করে যিশুখ্রিস্টের শিষ্য হয়েছেন। এমনকি তারা জীবন দিয়ে সাক্ষ্যদান করেছেন। অনেক সময় সচেতন থাকলেই আমরা বঝতে পারি পরমেশ্বরের বাণী আমাদের কিভাবে অনুপ্রাণিত করে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রেম, ভালবাসা, দয়া, ক্ষমা, সহভাগিতা এই সমস্ত মূল্যবোধগুলোতে বেড়ে উঠি খ্রিস্টের বাণীর আশ্রয়ে। আর তাইতো খ্রিস্টের বাণী কেন্দ্রিক সাধনায় আমরা ব্রতী হয়ে উঠি। বিশেষ করে ঐশবাণী পাঠ, ঐশবাণী ধ্যান করার মধ্যদিয়ে খ্রিস্টের সাথে আরো সুসম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব। ঐশবাণীর আলোকে পথ চলার মধ্যদিয়েই আধ্যাত্মিক পুষ্টি লাভ করি। তাই যথার্থরূপে এ কথা স্পষ্ট ও সত্য যে ঐশবাণী মানুষের জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে কারণ ঐশবাণী চিরন্তন, সক্রিয়, প্রাণময় ও জীবন্ত।

**উপসংহার:** মানব জীবনে ঐশবাণীর গুরুত্ব অপরিসীম। খ্রিস্টবিশ্বাসীর জীবনে ঐশবাণী ছাড়া কল্পনা করা যায় না। অর্থাৎ ঐশবাণী ছাড়া আধ্যাত্মিক জীবন অচল এবং মৃতপ্রায়। ঐশবাণী আমাদের প্রত্যেকে আহ্বান করে, আমরা যেন পরিপক্ক খ্রিস্টীয় জীবন যাপন করার মধ্যদিয়ে স্বর্গের পথে ধাবিত হই। আসুন, সদা জীবন্ত ঐশবাণী আমাদের মনে-প্রাণে ধারণ করি এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একে অন্যের কাছে প্রচার করি, প্রকাশ করি।

**কৃতজ্ঞতা স্বীকার:**


১. *মিংজো, খ্রীস্তিয়া, এস.জে ও সজল বন্দ্যোপাধ্যায়: মঙ্গলবার্তা, প্রতিবেশী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১।*

২. *গমেজ, টমাস জেভিয়ার: ঐশবাণী শ্রবণ ও কর্মে প্রয়োগ, দ্বীপ্ত সাক্ষ্য, ১ম সংখ্যা, পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, ২০০৯।*

৩. *রোজারিও, সি: চন্দনা পিমে: ভক্তজনগণের জীবনে ঐশবাণী, দ্বীপ্ত সাক্ষ্য, ১ম সংখ্যা, পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, ২০০৯॥* ❑


# ১ম মৃত্যুবার্ষিকী

## প্রয়াত বি সুনীল গমেজ

**জন্ম : ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ**

**মৃত্যু : ৫ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ**

**গ্রাম : বড়গোল্লা (নয়া বাড়ি)**

**গোল্লা মিশন**

*"ওহে মানব রেখো গো স্মরণ*
*যাবে ধূলিতে মিশে, যাবে ধূলিতে মিশে"*

**প্রিয় পাপা,**

দেখতে-দেখতে কেটে গেল তোমার চিরবিদায়ের একটি বছর। তুমি আমাদের মাঝে নেই, তবে তোমার আদর ভালোবাসা, স্নেহ, শাসন সবই আছে আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে। তোমার এভাবে হঠাৎ চলে যাওয়াটা আমাদের এখনও কাঁদায়। তোমার শূন্যতা আমরা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি। পাপা তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো যেন আমরা ভাই-বোনেরা মাকে নিয়ে এক সাথে ভালোভাবে থাকতে পারি। আমরা বিশ্বাস করি পাপা তুমি স্বর্গীয় পিতার গৃহেই আছো। আমরা ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই ফাদার সনিকে, প্রতি মাসে বাসায় এসে পাপাকে পাপস্বীকার ও খ্রিস্টপ্রসাদ দেয়ার জন্যে। শান্তিতে বিশ্রাম করো পাপা আর ওপর থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো। আমরা তোমার আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বর তোমাকে চিরশান্তি দান করেন।

**তোমারই ভালোবাসার**

**স্ত্রী :** রেনু গমেজ
**ছেলে ও ছেলে বৌ :** রতন ও শিউলী
**বড় মেয়ে ও জামাই :** পার্বতী- সুজিত
**মেঝো মেয়ে ও জামাই :** হেলেন-সামুয়েল
**ছোট মেয়ে ও জামাই :** কর্লিনা - জনি
**নাতি :** সজল, বান্টি, ধ্রুব, সৌরভ, দীপ
**নাতরীরা :** প্রিয়া, রিয়া, সিডনী, কার্মেল।

বিপ/২৩৪/১৯

# আগমনকাল কি বার্তা দিয়ে যায়

ফাদার নরেন জে বৈদ্য

একটি বছরের আশা নিরাশা সুখ-দুঃখ আর পাওয়া না পাওয়া জীবন প্রবাহে সামনে এসে হাজির হবে বড়দিন। বড়দিনের অনাবিল আনন্দধারা ও সুষমায় সবার দেহ-মন-হৃদয় উজ্জ্বল হবে। সঙ্গতকারণেই আমাদের বড়দিন পার্বণের জন্য চার সপ্তাহ ধরে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

**এাণকর্তার আগমনী গান :** "হবে তাঁর আগমন, আমরা অনুক্ষণ রয়েছি প্রত্যাশায় মুক্তি প্রতীক্ষায় হবে তাঁর আগমন"। 'মারানাথা'। এসো, প্রভু যিশু, এসো *(প্রত্যাদেশ২২:২০)* আগমনকাল আধ্যাত্মিকভাবে ফলশালী হওয়ার সময়, পুণ্য অর্জনের মোক্ষম ও আত্মশুদ্ধির সময়। বিগত জীবনের ভুল ভ্রান্তি, অবহেলা, অসচেতনতা, অহংকার, লোভ, কাম ও ক্রোধ, হিংসা ইত্যাদির কবল হতে নিজেকে সংশোধন করা। আত্মপরীক্ষা করে নিজের দোষ ত্রুটির, দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে নিজেকে সংশোধন করা। নিজের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, নৈতিক জীবনের মূল্যায়ণ করে নুতন করে জীবনযাত্রা শুরু করা। মুক্তিদাতা যিশু আমাদের হৃদয়মন্দিরে আগমন করতে চান। তাঁর আগমনের পথ আমাদের প্রস্তুত করতে হবে।

**আগমনকালে খ্রিস্টজ্যোতির পুণ্যালোকে উদ্ভাসিত হওয়া**

যিশুর আগমনী বার্তা প্রচার করতে গিয়ে দীক্ষাগুরু যোহন প্রচার করেছিলেন "তোমরা প্রভুর আসার পথ প্রস্তুত করে রাখ, সোজা - সরল করে তোল তার আসার পথ। সমস্ত গিরিখাদ ভরিয়ে তোলা হোক, সমস্ত গিরি-পর্বত নীচু করে দেয়া হোক। যা কিছু আঁকা-বাঁকা তা সোজা-সরল হোক, চলার বন্ধুর পথ হয়ে উঠুক মসৃণ সমান। তখনই তো সমস্ত মানুষ ঈশ্বরের ত্রাণকর্ম দর্শন করবে' *(লুক ৩:৫-৬)*। মুক্তিদাতা যিশু আমাদের হৃদয় মন্দিরে আগমন করতে চান। তাঁর আগমনের পথ আমাদের প্রস্তুত করতে হবে। হৃদয়কে সাজাতে হবে সে সম্পর্কে সাধু পল বলেন "তোমরা দয়া- মমতা, সহৃদয়তা, নম্রতা, কোমলতা ও সহিষ্ণু তার সাজেই নিজেদের অন্তরটাকে সাজিয়ে তোল। পরস্পরের প্রতি ধৈর্যশীল হও। আর কারও প্রতি কোন অভিযোগ থাকলে তোমারা তাকে ক্ষমাই কর; প্রভু নিজে যেমন তোমাদের ক্ষমা করেছেন, তেমনি তোমারও ক্ষমা কর। আর সমস্ত কিছুর উপরে স্থান দাও ভালবাসাকে" *(কলসীয় ৩: ১২-১৪)*।

আগমনকাল তোমাদের কাছে দাবী করে মন পরিবর্তন। সাতটি রিপুর বিপরীত গুণ অনুশীলন করতে হবে- অহংকারের বিরুদ্ধে নম্রতা, লোভের বিরুদ্ধে দানশীলতা, কামের বিরুদ্ধে আত্মসংযম, ক্রোধের বিরুদ্ধে মৃদুশীলতা, পেটুকতার বিরুদ্ধে মিতাহার, হিংসার বিরুদ্ধে ভ্রাতৃপ্রেম, আলস্যের বিরুদ্ধে পরিশ্রম।

মন পরিবর্তন মানে নিজের দিকে ফিরে তাকানো। ভাই মানুষের দিকে ফিরে তাকানো। ঈশ্বরের দিকে ফিরে তাকানো। ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করা *(সাম ২৭)*, ঈশ্বরের সামনে নম্র হওয়া, ফিরে যাওয়া, নতুন আচরণ করা, পুনর্মিলিত হওয়া *(দ্রঃ ২করি ৫:২০)* 'দুর্জন ত্যাগ করুক তার পথ, অধার্মিক তার যত অপভাবনা, তারা ভগবানের কাছে ফিরে আসুক' *(ইসাইয়া ৫৫:৭)*। 'তোমরা অসৎ কাজ আর করো না বরং সৎকাজ করতেই শিখো; কোথায় ন্যায়ের পথ তারই খোঁজ কর' *(ইসা ১: ১৬-১৭)*

**প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা : আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি**

'হে প্রভু এই আধারের মাঝে তুমি এসো। এই হতাশার মাঝে তুমি এসো, এই নিরাশার পৃথিবীতে আশা নিয়ে তুমি এসো'। অন্ধকার ও পাপময় জীবনের অবসান ঘটিয়ে খ্রিস্টজ্যোতির পুণ্যালোকে উদ্ভাসিত হওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয় আগমনকালে। ৪টি প্রদীপ : শান্তি, বিশ্বাস, ভালবাসা ও আশা। "নীরবে চারটি প্রদীপ জ্বলছে। তাদের পরস্পরের মধ্যে কথা হচ্ছে প্রথম প্রদীপটি বললো: "আমি হলাম শান্তি" কিন্তু বর্তমান পৃথিবী অশান্তিতে পরিপূর্ণ, তাই কেউ আমাকে গ্রহণ করছে না।" প্রদীপটি তখন ধীরে-ধীরে নিভে গেল। দ্বিতীয় প্রদীপটি বললো: "আমি হলাম বিশ্বাস" "আমি আর মানুষের অন্তরে থাকতে পারছি না, কেননা আমার গ্রহণীয়তা কমে গেছে।" মৃদু বাতাস এসে প্রদীপটি নিভিয়ে দিল। হঠাৎ তৃতীয় প্রদীপটি বলে উঠলো: "আমি হলাম ভালবাসা" "কিন্তু দিন দিন মানুষ আমাকে অবজ্ঞা করছে, আমাকে এখন আর কেউ বুঝতে চাইছে না" তখন হঠাৎ করেই প্রদীপটি নিভে গেল কিছুক্ষণ পর একটি ছোট্ট শিশু সেখানে প্রবেশ করে তিনটি নেভানো প্রদীপকে প্রশ্ন করলো: তোমরা জ্বলছ না কেন? তোমাদের কি শেষ পর্যন্ত জ্বলার কথা নয়? কথাটি বলেই শিশুটি কাঁদতে লাগলো। চতুর্থ প্রদীপটি তখন বলে উঠলো : "তোমরা ভয় পেয়ো না" "আমি হলাম আশা" "যেহেতু আমি এখনো জ্বলছি, তাই আমি অন্যদেরও জ্বালাতে পারবো" শিশুটি উজ্জ্বল দৃষ্টিতে আশার প্রদীপটিকে লক্ষ্য করছিল, আশার প্রদীপ সবাইকে আলো জ্বালিয়ে দিল।" জ্বালাও প্রভু তোমার আলো, জ্বালো অন্তরে চেতনায় উজ্জ্বল কর। - প্রার্থনা : 'হে প্রিয়যিশু, তুমি আমার আলো এবং মুক্তি। তুমি আমার আশা। তুমি আমার অন্তরে এসো, আমার অন্তর আলোকিত কর। তোমার ভালবাসার দানে আমাকে পরিপূর্ণ কর, যেন তোমার আলো আরও অনেকের অন্তরে প্রজ্বলিত করতে পারি। আমেন।'

**একটি অনুধ্যান :** এই বড়দিনে আমরা কি আশা করছি?

আগমকালে ৪টি রবিবারে ৪টি প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে আত্মিকভাবে নিজেদের প্রস্তুত করি। ১ম রবিবার : প্রভুর আগমন প্রতীক্ষায় তোমাদের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখ। ২য় রবিবার : প্রভুর আগমন প্রতীক্ষায় সামনের দিকে দৃষ্টি রাখ। ৩য় রবিবার : প্রভুর আগমন প্রতীক্ষায় তোমরা আনন্দ কর। ৪র্থ রবিবার : প্রভুর আগমন প্রতীক্ষায় তোমাদের গৃহদ্বার খুলে দাও।

**উপসংহার**

আগমনকালে আসে আমাদের আত্মপরীক্ষার বারতা নিয়ে। খ্রিস্টপ্রভুর আগমনে আমাদের জীবনে সত্যিই কি কোন পরিবর্তন এনেছে? আগমনকালের ঐশবাণী আমাদের মনকে কি আলোড়িত করে? এই আগমনকালে আমাদের হৃদয় কি ৭টি রিপুর (অহংকার, লোভ, কাম, ক্রোধ, পেটুকতা, হিংসা, আলস্য) কাছে ভাড়া দিব? আর যিশুকে বলব- যিশু আমাদের হৃদয়ে তোমার জন্য জায়গা নেই। আমার হৃদয়ের ফ্ল্যাট খালি নেই। শয়তানের কাছে ভাড়া দিয়েছি ? আগমনকাল আধ্যাত্মিকভাবে ফলশালী হওয়ার সময়। আত্মপরীক্ষা, অনুতাপ, মনপরিবর্তন ও পুনর্মিলন পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণ করে পুত: পবিত্র হয়ে যিশু খ্রিস্টকে হৃদয়ে বরণ করে নেয়ার সময় এটি।

আগমনকালের প্রতিটি দিনেই আমাদের অন্তরে কবিগুরু রবীন্দ্রাথের প্রার্থনা অনুরণিত হোক : "তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে; এসো গন্ধে বরণে এসো গানে। এসো অঙ্গে পুলকময় পরশে, এসো চিত্তে অমৃতময় হরষে, এসো মুগ্দ মুদিত দু'নয়নে। তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে।" এসো নির্মল উজ্জ্বল কান্ত এসো সুন্দর স্নিগ্ধ প্রশান্ত, এসো এসো হে বিচিত্র বিধানে। এসো দুঃখে-সুখে এসো মর্মে, এসো নিত্য-নিত্য সব কর্মে, এসো সকল কর্ম অবসানে। তুমি নব-নবরূপে এসো প্রাণে। (গীতাঞ্জলি)॥ ❑

# অতন্দ্র প্রতীক্ষা

## সিস্টার মেরী সুপ্রীতি এসএমআরএ

এখন মঙ্গলকাল, যাকে আমরা আগমনকাল বলি। একাল আমাদের ধ্যানের জন্য দ্বিবিধ আনন্দের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রথমত: সেই মাধুর্যপূর্ণ আগমন যা সুদীর্ঘ দিন ধরে সকল পিতৃ-পুরুষ অপেক্ষা করেছিলেন, উত্তপ্ত হৃদয়ে তারা অপেক্ষা করেছিলেন। যে আগমনে আদম সন্তানদের মধ্যে সুন্দরতম, সর্বজাতির সেই আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি তথা ঈশ্বরপুত্র মানবকে ত্রাণ করতে এ পৃথিবীতে এসেছিলেন।

দ্বিতীয়ত আগমনকাল স্মরণ করিয়ে দেয় সেই দ্বিতীয় আগমন; যার জন্য আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষদের চেয়ে কম প্রত্যাশী নই। তাঁর পুনরাগমনের অপেক্ষায় আমাদের আশা সুনিশ্চিত এবং অবিচল বটে। যেমনটি সামসঙ্গীত বলে, "আমাদের পরমেশ্বর আসছেন"। যেমনটি নবী স্পষ্ট আভাস দিয়ে বলেন, "সকল মানুষ দেখতে পাবে পরমেশ্বরের পরিত্রাণ"।

প্রথম আগমনে তিনি মেষলোমের উপরে শিশিরপাতের মতো প্রচ্ছন্নভাবেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন, দ্বিতীয়বার তিনি ভাবীকালে প্রকাশ্যভাবেই অবতরণ করবেন। প্রথম আগমনে তিনি গোশালায় কাপড়ে জড়ানো ছিলেন, দ্বিতীয় আগমনে তিনি উত্তরীয়ের মতো আলোতেই সজ্জিত হবেন। প্রথম আগমনে তিনি অপমান অস্বীকার না করে ক্রুশ বহন করেছেন, দ্বিতীয় আগমনে তিনি গৌরবমণ্ডিত হয়ে সহচর দূতবাহিনীর মাঝে আগমন করবেন। প্রভুর প্রথম আগমনের জন্য আমাদের পুণ্য পিতৃ-পুরুষদের ব্যাকুল প্রত্যাশা ধ্যান করে আমরা যেন অনুপ্রেরণা পাই এবং তাদের আদর্শে যেন প্রভুর দ্বিতীয় আগমনের জন্য গভীরতম আকাঙ্ক্ষা রাখতে পারি। আগমনকাল উদ্‌যাপনের অর্থ হলো আমরা আবার ঈশ্বরের আগমনের জন্য সেই ব্যাকুল প্রতীক্ষায় প্রহর জ্ঞানী ও তার ভূমিকা যে মন পরিবর্তন তাকে স্বাগত জানাই। দু'হাজার বছরেরও বেশি আগে যা ঘটে গেছে আমরা তা নিজেদের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত করে তুলছি। বিশেষ এই কালে যার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি সেই শিশুটির আবির্ভাব একটি বিস্ময়কর ঘটনা। যিশুর জন্মের প্রায় আটশত বছর পূর্বে প্রবক্তা মিখা বলেছিলেন, "বেথলেহেম! যুদেয়া প্রদেশের নগরগুলোর মধ্যে তুমি ক্ষুদ্রতম, তবুও তুমি মহৎ। কারণ তোমা থেকে আমার প্রেরিত জাতির পরিচালক জন্মগ্রহণ করবেন।"

দু'হাজার বছর আগে প্যালেস্টাইন দেশে গেনেসারেথ হ্রদের তীরে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল যা আজ পর্যন্ত সকলের মুখেই শোনা যায়। সেখানে একজন অদ্ভুত মানুষ আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি দেখতে অসাধারণ ছিলেন না। সাধারণ পাঁচজনের মত তিনি ছিলেন একজন ছুতোর মিস্ত্রি। অন্যান্য ছুতোরের মত তিনি সকাল-সন্ধ্যা পর্যন্ত তার ছোট কারখানায় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সৎ ও অমায়িক ছিলেন তিনি। তাঁর গ্রামের লোকদের সঙ্গে তিনি অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। উৎসবের দিনে তিনি অন্যদের সাথে মিশে, সুখ-দুঃখের, আশা-নিরাশার অংশীদার হতেন।

তিনি ছিলেন বিনয়ী। তার দৈনিক আহারের মধ্যে বরাদ্দ ছিল সামান্য রুটি। তার চাহিদা ছিল খুব সামান্য। খুব অল্পতেই তুষ্ট ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন সুদর্শন। তার চোখ দুটি ছিল সমুদ্রের নির্মল জলের মতো স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল। তার বীণা নন্দিত কণ্ঠস্বরে ও মুখ-মণ্ডলের সৌন্দর্যে লোকে মুগ্ধ হতো।

তিনি ছিলেন জ্ঞানী। তার দীপ্ত বাগ্মীতায় ঈর্ষান্বিত ইহুদী নেতাদের পাঠানো অনুচরেরা মন্তব্য করেছিল, "লোকটা যেভাবে কথা বলে সেভাবে আর কেউ কখনো কথা বলেনি"। তিনি ছিলেন দয়ালু। পাপী-তাপী ও নিপীড়িতরা ছুটে আসত তাঁর কাছে। তিনি মানুষকে এত ভালবাসতেন যে, তাঁর বন্ধু লাজারের মৃত্যুতে, বিধবা মাকে তার পুত্রের পাশে পাশে সমাধি ক্ষেত্রে যাচ্ছে দেখে কেঁদেছিল। উপরে উল্লিখিত আমাদের প্রিয় এই লোকটির নাম "যিশু"। পৃথিবীতে যত মহাপুরুষ জন্মেছেন, তাদের মধ্যে তিনি অধিকতর ভক্তি-ভালবাসা পেয়েছিলেন আর পেয়েছিলেন সকলের চেয়ে অধিকতর ঘৃণা। পৃথিবীতে তাঁর আগমনই রচনা করছে এক নজিরবিহীন নতুন মানবেতিহাস। তিনি ক্ষণজন্মা বলেই তাঁর শুভ জন্মলগ্ন থেকেই ইতিহাসের বছরগুলো নির্ধারিত হয়ে আসছে। তিনি হচ্ছেন যুগের কেন্দ্রবিন্দু। যে প্রাণপুরুষের জন্য আমাদের অতন্দ্র প্রতীক্ষা। তিনি যে শুধু বড়দিনের প্রাক্কালে আসবেন তা নয় তিনি প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে আমাদের কাছে আসছেন। তাঁর জন্য অন্তরে মননে-চেতনে অতন্দ্র প্রতীক্ষা নিয়ে যেন আমরা জেগে থাকি। আর প্রতিটি দিনই যেন আমাদের কাছে হয়ে ওঠে বড়দিন॥ ❑


## জরুরি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জাতীয় পর্যায়ে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা "কারিতাস বাংলাদেশ"-এর "বারাকা নাইট শেল্টার এন্ড ড্রপ-ইন-সেন্টার ফর স্ট্রীট চিল্ড্রেন (BARACA Night Shelter and Drop In Centre for Street Children)" প্রকল্পের কর্ম এলাকা ঢাকা/সাভার/বাবুবাজারে কাজ করার জন্য চুক্তিভিত্তিক নিম্নলিখিত পদে যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তি এবং ঝুঁকিপূর্ণ পথশিশুদের সাথে কাজের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

**ক্রম পদের বিবরণ শিক্ষাগত/অন্যান্য যোগ্যতা ও শর্তাবলী :**

| ক্রম | পদের বিবরণ | শিক্ষাগত/অন্যান্য যোগ্যতা |
|---|---|---|
| ০১। | জুনিয়র প্রোগ্রাম সহকারী (Jr. Program Assistant)<br>▪ ইউনিট: নাইট শেল্টার এন্ড ড্রপ-ইন-সেন্টার ফর বয়েজ (Night Shelter and Drop In Centre for Street Children)<br>▪ পদসংখ্যা : ৩ জন (পুরুষ/ মহিলা) ▪ বয়স: ২৫-৩৫ বছর<br>▪ বেতন/ভাতা : সর্বসাকুল্যে মাসিক ১০,০০০/- টাকা ▪ কর্ম এলাকা : ঢাকা | ▪ এসএসসি পাশ<br>▪ সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ১ বৎসরের বা তদূর্ধ্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।<br>▪ ঝুঁকিপূর্ণ পথশিশুদের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। |
| ০২। | কুক কাম গার্ড (Cook cum Guard)<br>▪ ইউনিট : বারাকা নাইট শেল্টার এন্ড ড্রপ-ইন-সেন্টার ফর স্ট্রীট চিল্ড্রেন (BARACA Night Shelter and Drop In Centre for Street Children)<br>▪ পদসংখ্যা : ১ জন (পুরুষ / মহিলা) ▪ বয়স: ২৫-৩৫ বৎসর<br>বেতন/ভাতা : সর্বসাকুল্যে মাসিক ১০,০০০/- টাকা ▪ কর্মএলাকা : ঢাকা | ▪ ৮ম শ্রেণি পাশ<br>▪ সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ১ বৎসরের বা তদূর্ধ্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।<br>▪ ঝুঁকিপূর্ণ পথশিশুদের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। |

১. আগ্রহী প্রার্থীদের সম্পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত, সদ্য তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ সত্যায়িত ছবি, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও চারিত্রিক সনদপত্রের সত্যায়িত কপিসহ আবেদন পত্র আগামী ১৫/১২/২০২০ তারিখের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় পরিচালক বরাবর পাঠাতে হবে।

২. ১ নং পদের ক্ষেত্রে কম্পিউটার পরিচালনায় (ওয়ার্ড ও এক্সেল) দক্ষতা থাকতে হবে।

৩. প্রার্থীকে অবশ্যই বিনয়ী, সৎ ও আন্তরিক হতে হবে।

৪. রাত্রিকালীন ডিউটি করা আবশ্যক হতে পারে।

৫. চাকুরীতে নিয়োজিত প্রার্থীদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি পত্র তাদের আবেদনপত্রের সাথে সংযোজন করতে হবে।

৭. অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।

৮. সহকর্মীদের সাথে দলগতভাবে কাজ করার (টিম ওয়ার্ক) মনোভাবাপন্ন হতে হবে।

৯. খামের উপর আবেদনকৃত পদের নাম উল্লেখ করতে হবে এবং প্রাপ্ত দরখাস্তসমূহ প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র যোগ্য প্রার্থীদেরকে লিখিত পরীক্ষা/সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হবে। সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় মূল কাগজপত্র সাথে আনতে হবে। এর জন্য কোন টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।

১০. কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি স্থগিত, বাতিল বা সংশোধন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

**আবেদন পাঠানোর ঠিকানা**

**পরিচালক, বারাকা**

**১৭/১৯, আযম রোড, ব্লক-ডি, (৩য় তলা) মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। ই-মেইল: director@baracabd.org; manager@baracabd.org; ফোন: ০২-৯১১২৯৫৪।**

বিপ্র/২৩৫/২০

# সততাই সব

**আন্তনী বর্ণ ক্রুশ**

**এ**ক গরীব লোক ছিল। সে রাস্তায় থাকতো ঠিকই কিন্তু তার মনটা অনেক ভালো ছিল। তবুও কেউ তাকে পছন্দ করতো না। একদিন সে একজন ধনী

লোকের কাছে গিয়ে খাবার চাইল। আর ধনী লোকটি তাকে মেরে ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দিলো। ঐ সময় রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় একজন ভালো মানুষ তাকে কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করলো। সে ঐ টাকাগুলো দিয়ে অন্য গরীবদের খাওয়ালো কিন্তু সে নিজে কিছু খায়নি। কারণ অন্যদের খাওয়াতে সে খুবই ভালোবাসত। হঠাৎ একদিন সে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে ১ লক্ষ টাকা পেলো। সে ঐ টাকার মালিককে খুঁজতে লাগল। কিন্তু মালিককে না পেয়ে ঐ টাকাগুলো সে গির্জায় গিয়ে ফাদারের কাছে দিয়ে দিল। ঈশ্বর তাকে যাচাই করার জন্য অন্য এক ব্যক্তির মাধ্যমে তাকে অনেক টাকা দিল। ঈশ্বর দেখলেন যে, গরীব লোকটা সেই টাকা দিয়ে নিজে খরচ না করে বরং অন্য গরীবদের জন্য খরচ করলেন এবং নিজে খুবই তৃপ্তি পেলেন। এ সততা দেখে ঈশ্বর তাকে ধনী করে দিলো। আর সে অনেক ভালোভাবে জীবন কাটাতে লাগলো।

এ গল্পটি থেকে আমরা কী শিখলাম ছোট্ট বন্ধুরা, শিখলাম যে, সৎ থাকলে জীবনে অনেক কিছুই পাওয়া যায়॥ ❑

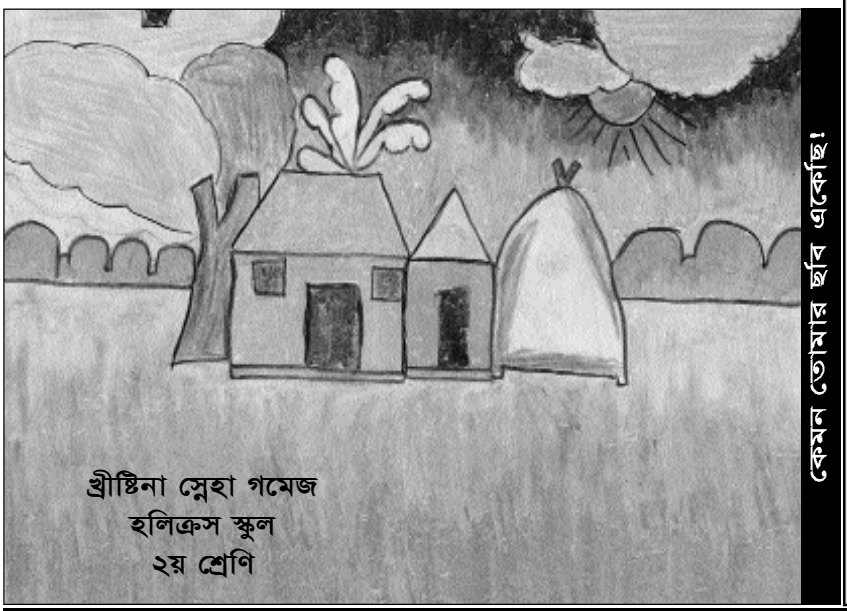

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

**খ্রীষ্টিনা স্নেহা গমেজ**
**হলিক্রস স্কুল**
**২য় শ্রেণি**

## আগমনী ধ্বনি

**জাসিন্তা আরেং**

হে মহাগুণী
আজ তোমার আগমনী ধ্বনি শুনি
জীবনের আনন্দলোকে।
তোমার আগমনী ধ্বনি শুনি
আনন্দিত বিহঙ্গের ঝাঁকে।

তোমার আগমনী ধ্বনি শুনি
শান্ত-মধুর শরতে।
তোমার আগমনী ধ্বনি শুনি
মুখরিত বসন্তের সুরেলা কণ্ঠে।

তোমার আগমনী ধ্বনি শুনি
বিষণ্ন বাতায়নে।
তোমার আগমনী ধ্বনি শুনি
ভক্তের নিরব-ধ্যানে।

তোমার আগমনী ধ্বনি শুনি
প্রচলিত গল্প-গাঁথায়
তোমার আগমনী ধ্বনি শুনি
কাব্যিকতার ঝর্ণাধারায়॥

## টিকটিকি

**ব্রাদার নির্মল ফ্রান্সিস গমেজ সিএসসি**

টিকটিকি টিকটিকি কেমনে কর টিকটিক
সত্যি বললেই তুমি সদা বল কেন ঠিকঠিক?
নীচে-উপরে, চারিপাশে কেমনে তুমি হাঁট
আমায় তুমি শিখিয়ে দিও,
কেমনে পা আঁট।
সত্যি কথায় আমিও যেন, করি ঠিক-ঠিক
তোমার মত ছুটতে পারি,
আমি দিক-বিদিক॥

## সিলেট ধর্মপ্রদেশে ৯ম পালকীয় সম্মেলন ও বিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান

**মার্কুস লামিন** ▌ গত ২০ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টবর্ষে অনুষ্ঠিত হয় সিলেট ধর্মপ্রদেশের ৯ম পালকীয় সম্মেলন ও সিলেট ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই এর ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা অনুষ্ঠান। এতে সিলেট ধর্মপ্রদেশের ১জন বিশপ, ১৪জন ফাদার, ১৯জন সিস্টারসহ মোট ১০৭জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। প্রার্থনার মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রার্থনা পরিচালনা করেন ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা। "লাউদাতো সি: মণ্ডলীর ভাবনা ও আমাদের করণীয়" এই মূলভাবের আলোকে সহভাগিতা করেন ঢাকার মনোনীত আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ। তিনি বলেন, ঈশ্বর মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাকে বুদ্ধি ও বিবেক দিয়েছেন। তিনি যেন প্রকৃতির যত্ন ও রক্ষনাবেক্ষণ করেন। তিনি সিলেট ধর্মপ্রদেশের আলোকে প্রকৃতির যত্নে কিছু দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, দূষণযুক্ত পরিবেশ হ্রাস করা, প্লাস্টিক জাতীয় দ্রব্য ব্যবহার না করা, বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রম, প্রকৃতি-পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষাদান ও সম্মিলিত কার্যক্রম, বৃদ্ধ ও শিশুদের যত্ন ইত্যাদি। এরপর মুক্তালোচনায় বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন কিভাবে প্রকৃতির যত্নে আরও যত্নশীল হতে পারেন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে। সহভাগিতার পর ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার অনুষ্ঠান। বিশপ সবাইকে সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ জানান। এরপর পবিত্র খ্রিস্টযাগে বিশপ বিজয় তার উপদেশে প্রকৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয় দুপুর ২:৩০ মিনিটে। এরপর আবার বিকাল ৪:৩০মিনিটে ছিল বিশেষ সহভাগিতা অনুষ্ঠান। এতে উপস্থিত ছিলেন ৮৫ জন ব্যক্তিবর্গ। বিশপ মহোদয় আন্তধর্মীয় সংলাপে জোর দেন। সন্ধ্যা ৭:৩০মিনিটে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে॥

## জাফলং ধর্মপল্লীতে পরিবার ও ভক্তজনগণ বিষয়ক সেমিনার

**ওয়েলকাম লম্বা** ▌ গত ২২ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে সিলেট ধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত সাধু প্যাট্রিকের গির্জায়, জাফলং-এ এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সকাল ১০টায় জাফলং ধর্মপল্লীর সেক্রেটারী ওয়েলকাম লম্বা'র প্রার্থনার মধ্যদিয়ে সেমিনিয়ার শুরু হয়। প্রার্থনার পরে মূলসুর- 'আমার মণ্ডলী: আমার দায়িত্ব' বিষয়ে সহভাগিতা করেন জাফলং ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা। তিনি তাঁর সহভাগিতায় বলেন, আমরা সবাই পরিবার থেকে এসেছি, পরিবার আমাদের যত্ন করে, লালন-পালন করে বড় করে তোলে। তাই পরিবারের প্রতি আমাদের সবার দায়িত্ব রয়েছে। তেমনিভাবে মণ্ডলীও আমাদের আধ্যাত্মিক যত্ন করছে। যোশুয়া খংস্লিং তার সহভাগিতায় বলেন, আমরা প্রার্থনা, অর্থ, সন্তানদের মণ্ডলীতে দান, পরামর্শ, আদর্শ পরিবার গঠন ও জীবনসাক্ষ্যের মধ্যদিয়ে মণ্ডলীতে ভূমিকা পালন করতে পারি।
এরপর ছিল উন্মুক্ত আলোচনা ও খ্রিস্টযাগ। খ্রিস্টযাগে জাফলং ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত বলেন, আমরা যেন ভাল কাজের মধ্যদিয়ে মণ্ডলীকে আরও সুন্দর করে গড়ে তুলি। খ্রিস্টযাগ শেষে জাফলং ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান। দুপুর ১টায় দুপুরের খাবারের মধ্যদিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে। এতে ১৮০ জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন॥

## ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘের বাৎসরিক সভা

**ফাদার প্রবেশ পাস্কাল রাংসা** ▌ গত ৫ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, বিকাল ৩টায় ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বরুয়াকোনা ধর্মপল্লীর মিলনায়তনে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘের বাৎসরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন ৬ নভেম্বর, রোজ শুক্রবার, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে সকল যাজকগণ কাইটাকোনা গ্রাম পরিদর্শন করেন ও পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস-এর নতুন সর্বজনীন পত্র : "fratelli tutti", 'আমরা সকলে ভাইবোন' সম্পর্কে সহভাগিতা করেন ফাদার অশেষ দিও। সহভাগিতার পর ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘের সভাপতি ফাদার অঞ্জন জাম্বিল খ্রিস্টভক্তদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন। পরিশেষে, ফাদার প্রবেশ পাস্কাল রাংসার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে॥

## নাগরী ধর্মপল্লীতে হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত প্রদান

**ডিকন ঝলক আন্তনী দেশাই** ▌ গত ২২ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, খ্রিস্টরাজার পর্বের দিন নাগরী ধর্মপল্লীতে বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ ১০৮ জন প্রার্থীকে পবিত্র হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান করেন। খ্রিস্টযাগে বিশপের সাথে উপস্থিত ছিলেন ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ, ফাদার সেন্টু জাখারিয়াস কস্তা ও ডিকন ঝলক আন্তনী দেশাই। উপদেশে প্রার্থীদের উদ্দেশে বিশপ বলেন, তোমরা হস্তার্পণের মধ্যদিয়ে আমরা পবিত্র আত্মাকে লাভ করেছ। পবিত্র আত্মার দান ও ফল তোমরা যেন তোমাদের প্রতিদিনের জীবনে প্রকাশ করতে পার, সেইসাথে অন্যদেরও দিতে পার। খ্রিস্টযাগ শেষে পাল-পুরোহিত ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ সবাইকে ধন্যবাদ জানান॥

## গোল্লা ধর্মপল্লীতে পবিত্র শিশুমঙ্গল সেমিনার

**ফাদার তুষার জেভিয়ার কস্তা** ▌ গত ১৮ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার ধর্মপল্লী, গোল্লাতে ৭০ জন শিশু ও ৩০ জন এনিমেটর নিয়ে পবিত্র শিশুমঙ্গল সেমিনার উদ্‌যাপন করা হয়। সকাল ৯টায় খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীর সহকারী পরিচালক ফাদার সনি মার্টিন রড্রিক্স, ফাদার তুষার জেভিয়ার কস্তা। ফাদার সনি মার্টিন রড্রিক্স ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা সম্পর্কে উপস্থাপন করেন। দুপুর ১২টায় প্রার্থনার মধ্যদিয়ে কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়॥

# তুইতালে যাজকীয় জীবনের রজত জয়ন্তী পালন

**ডিকন লেনার্ড রোজারিও ▌** গত ২০ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দে। পবিত্র আত্মা ধর্মপল্লী, তুইতালে ফাদার স্ট্যানিসলাউস গমেজের যাজকীয় জীবনের রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন করা হয়। জুবিলীর পূর্বদিনে বিকেল ৩:৩০ মিনিটে ফাদার স্ট্যানিসলাউস গমেজ ও অতিথীদের পা ধোয়ানোর মধ্যদিয়ে বরণ করা হয়। পরে ৪:৩০ মিনিটে বিশেষ আরাধনা করা হয়। পরদিন সকাল ৯টায় খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ। খ্রিস্টযাগে আরও উপস্থিত ছিলেন ১০জন ফাদার, ২জন ডিকন, ১৭জন সিস্টার, ৫জন ব্রাদার, জুবিলী পালনকারী ফাদারের আত্মীয়-স্বজন ও ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণ। শোভাযাত্রার পর করে সম্মিলীতভাবে ২৫টি প্রদীপ প্রজ্বলন করেন। খ্রিস্টযাগের উপদেশে জুবিলী পালনকারী ফাদার নিজের জীবনের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান এবং নিজের জীবন সহভাগিতা করেন। খ্রিস্টযাগের পরে ফাদারের বিশেষ স্মৃতিচিহ্ন হলিকার্ড আশীর্বাদ করা হয় এবং বিশেষ স্মরণিকা উদ্বোধন করা হয়। খ্রিস্টযাগের পরে উপস্থিত সকলের জন্য টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়। পাল-পুরোহিত ফাদার পংকজ প্লাসিড রড্রিকস্ সবাইকে ধন্যবাদ জানান। পরে জুবিলী পালকারী ফাদার স্ট্যানিসলাউস গমেজের বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়॥

# রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিসের ৪০তম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন

**জাসিন্তা আরেং ▌** গত ১ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে, লক্ষ্মীবাজারস্থ বাণীদীপ্তি স্টুডিয়োতে রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিসের ৪০তম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন পবিত্র ক্রুশ ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার শ্যামল জেমস্ গমেজ সিএসসি এবং খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালক ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু। উপদেশে ফাদার শ্যামল বলেন, আমাদের স্বার্থপরতা, পাপ, ঘৃণা, লোভ-লালসা ও কামনা-বাসনা আমাদের আনন্দকে মেরে ফেলে, জাগতিকতা, আসক্তি ত্যাগ করে আত্মকেন্দ্রিকতার মাঝেও বিনম্র হতে আহ্বান জানান। খ্রিস্টযাগে ফাদার বুলবুল রেডিও ভেরিতাস বাংলা সার্ভিসসহ অন্যান্য সার্ভিসকে এগিয়ে নিতে যারা পরিশ্রম ও অবদান রেখেছেন তাদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল প্রদীপ প্রজ্বলন। শুভেচ্ছা বক্তব্যে ফাদার শ্যামল বলেন, 'সত্য আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি শব্দ, আমরা সত্যের উপাসক হব, সত্যের কথা বলব, সত্যের পথে চলব, সত্য নিয়ে জীবন যাপন করব। আমরা এই আশার বাণী নিয়ে যাতে এগিয়ে যাই।' আরএনডিএম সিস্টারদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন হাউস সুপিরিয়র সিস্টার মার্গেট গমেজ। এরপর সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুল অ্যাণ্ড কলেজ-এর ভাইস-প্রিন্সিপাল ব্রাদার নির্মল সিএসসি তার বক্তব্যে বলেন, 'রেডিও ভেরিতাস এশিয়া সত্যবাণী প্রচার করছে আর আমরা তা শুনছি, আর শুনছি বলেই রেডিও ভেরিতাস টিকে আছে। যারা রেডিও ভেরিতাস শুনছি, আমরা তারাই যারা সত্যকে ভালবেসেছি।'

এছাড়াও মেনিলা থেকে আরভিএ প্রোগ্রাম ডিরেক্টর ফাদার বার্নার্ড ও ফাদার নিখিল গমেজ শুভেচ্ছা জানান। আরভিএ'র প্রাক্তন প্রযোজক দীলিপ মজুমদার শ্রোতাবন্ধুদের আন্তরিকতা, সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা ও ৪০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানান। রাজশাহীর আশিক ইকবাল টোকন শুভেচ্ছা বার্তায় বলেন, 'আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে সত্য প্রচার করার যে দীক্ষা নিয়ে যাত্রা করেছিল, তা আজ চল্লিশ বছরে পদার্পণ করেছে। এ যাত্রা শতবর্ষ পেরিয়ে যাক এই কামনাই করি।' এরপর রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা বিভাগের বাংলাদেশের কো-অর্ডিনেটর সিস্টার মেরিয়ানা গমেজ আরএনডিএম 'সকল দর্শক ও শ্রোতাসহ অনলাইনের নতুন শ্রোতা ও দর্শকদের শুভেচ্ছা জানান। যে সত্য মানুষের মঙ্গল সাধন করে, সেই সত্যের পথে যাতে চলতে পারি এবং সত্যকে প্রচার করতে পারি সেই প্রত্যাশাই করি। পরে সম্মিলিতভাবে জন্মদিনের কেক কাটেন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরে প্রবীণ শ্রোতা অনুকূল রোজারিও রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা বিভাগের ৪০০০ বছর এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। পরিশেষে, ফাদার বুলবুল অনুষ্ঠানকে স্বার্থক করতে যারা নেপথ্যে কাজ করছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ ও বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং সত্য ও সম্প্রীতির বাণী সম্মিলিতভাবে প্রচার করার আহ্বান রেখে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের সকল কর্মীসহ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিশেষ অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ॥

# (কাল্‌ব) এর রিসোর্ট অ্যাণ্ড কনভেনশন হল এর উদ্বোধন

**এলড্রিক বিশ্বাস ▌** গত ২৮ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে, সাড়ে ১১টায় মঠবাড়ীর কুচিলাবাড়ীতে কাল্‌ব-এর রিসোর্ট অ্যান্ড কনভেনশন হলের উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে মেহের আফরোজ চুম্‌কী এমপি, কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি ও জনাব মো: রেজাউল করিম উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কাল্‌ব-এর চেয়ারম্যান জোনাস ঢাকী।

জোনাস ঢাকী সবাইকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি সাত লক্ষ ক্রেডিট ইউনিয়ন সদস্যের স্বপ্নের রিসোর্ট এর উদ্বোধন করতে পেরে। ক্রেডিট ইউনিয়ন কেবল ঋণদান নয়, সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নের পাঠশালা। কাল্‌ব সেক্রেটারী আলফ্রেড রায় তার বক্তব্যে বলেন, কাল্‌বের মাধ্যমে আমরা অসম্প্রদায়িক পরিবারে রূপান্তর হতে পেরেছি।

অনুষ্ঠানে এমপি বলেন, কাল্‌ব আকু, বিশ্ব ক্রেডিট ইউনিয়নের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও, কার্ডিনাল প্যাট্রিক' ডি'রোজারিও সিএসসি তার বক্তব্যে বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করি, তিনি কো-অপারেটিভ মুভমেন্টের জন্য প্রেরণা যুগিয়েছেন। মানুষকে পিছিয়ে রেখে উন্নতি হয় না, কাল্‌ব গঠন দেবে, প্রশিক্ষণ দেবে, যা কাল্‌বের লক্ষ্য।

উক্ত অনুষ্ঠানে ১২০০জন অতিথি উপস্থিত ছিলেন। মোছা: ফাহমিদা সুলতানা'র ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে॥

ফটো এ্যালবাম
ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা অনুষ্ঠান

অধিষ্ঠান অনুষ্ঠানে রমনা ক্যাথিড্রালের সিংহদ্বার উন্মুক্তকরণে ও নতুন আর্চবিশপের সাথে কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

অধিষ্ঠান ও ধন্যবাদ অনুষ্ঠানের খ্রিষ্টযাগে বিশপ ও খ্রিষ্টভক্তদের একাংশ

ধন্যবাদ ও সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে কার্ডিনালকে মানপত্র ও উপহার প্রদান

ধন্যবাদ ও সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে স্মরণিকা উন্মোচন

সম্মিলিত গানের দল

মিডিয়া সহযোগী দল

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ৪৫
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 45

Regd. No. DA-33

❖ 6 - 12 December, 2020, ২২ - ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

**প্রয়াত শেফালী লেটেসিয়া গমেজ**

**জন্ম:** ২৬ অক্টোবর, ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ
**মৃত্যু:** ১২ ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

# ২য় মৃত্যুবার্ষিকী

"সংসারের মায়া ছেড়ে আজিকে গেল যে জন
দাও প্রভু, দাও তারে অনন্ত জীবন"

সময়ের সাথে-সাথে পূর্ণ হল দুইটি বছর। আজকের এই দিনটিতে তোমার চিরবিদায় আমরা সবাই শোকার্তচিত্তে ও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। এই দিনটির কথা আমরা কোনদিনই ভুলবো না। আমাদের জীবনের সবচেয়ে বেদনার দিন। জগৎ সংসারে থাকা-কালীন সময়ে তুমি আমাদের জন্য সবকিছু পূর্ণ করতে চেষ্টা করেছ, ঈশ্বর ও তোমার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা বিশ্বাস করি, ঈশ্বর পৃথিবীর বাগান থেকে তোমাকে তুলে নিয়ে স্বর্গের ফুলদানিতে সাজিয়ে রেখেছেন। তোমার স্নেহ, ভালবাসা, আদর আমরা প্রতিনিয়ত অনুভব করি। স্বর্গস্থ পিতার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের সবাইকে আদর্শ, নমনীয় ও ক্ষমাশীল জীবন দান করেন। তুমি আছ, থাকবে প্রতিদিন আমাদের ভালবাসা হয়ে এবং অন্ধকারে সুদিন হয়ে।

পরম করুণাময় পিতা ঈশ্বর তোমার আত্মাকে চিরশান্তি ও শাশ্বত জীবন দান করুন।

তোমারেই
শোকার্ত পরিবারবর্গ
মধুর বাড়ী, বালিডিয়র, গোল্লা ধর্মপল্লী, ঢাকা

# পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

- খ্রিস্টযাগ রীতি
- খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- কাথলিক ডিরেক্টরী
- এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- যুগে যুগে গল্প
- সমাজ ভাবনা
- দৈনিক বাইবেল পাঠ (**বাইবেল ডায়েরী ২০২১ BIBLE DIARY** - Daily Prayer Book)
- প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি



প্রতি বছরের ন্যায় এবারও কাথলিক পঞ্জিকা (বাংলা ও ইংরেজি) ও **২০২১ খ্রিস্টাব্দের বাইবেলভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেণ্ডার** পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিবেশী প্রকাশনীর বিভিন্ন সাব-সেন্টারগুলোতে।

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

## -যোগাযোগের ঠিকানা -

**খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র**
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

**প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)**
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com, Webpage link : www.weekly.pratibeshi.org**